পরিচালিত করিতেন যে, অতিরিক্ত ধন-দৌলতের পুঁজিপতি প্রত্যেকেই শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হইবে। তিনি তাঁহার এই মতের প্রতি অতিশয় দৃঢ়, অবিচল ও অটল ছিলেন। এমনকি তিনি সকলকে স্বীয় মতের অনুসারী করার চেষ্টায় সক্রিয় থাকিতেন, যদ্দরুণ সময় সময় বিতর্কের সৃষ্টি হইত। এতদৃষ্টে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শে তিনি স্বীয় বাসস্থান দামেশক, তৎপর মদীনা শহর ত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছায় মদীনার দূরে "রাবাযা" নামক জনশূন্য স্থানে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থান করিয়া দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খলীফার আদেশ মান্য করা ফরয; তাঁহার পরামর্শ ছিল, আমি যেন শহরতলীতে বাস করি। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় উহার উর্দ্ধে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছি।

কিন্তু শরীয়তে আবু-জর (রাঃ)-এর মতামতের ন্যায় কড়াকড়ি আরোপ না করিয়া এই বিধান বলবৎ করা হইয়াছে যে, যাকাত দান করিয়া অবশিষ্ট-অংশ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলেও উহা জমা রাখা জায়েয। পূর্বোল্লিখিত আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত শাস্তি ঐ পুঁজিপতিদের প্রতি প্রযোজ্য যাহারা যাকাত ইত্যাদি আদায় না করিবে। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছদটি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, যাকাত ভিন্ন গরীব-কাঙ্গালদিগকে আরও বহুমুখী সাহায্য দানের নির্দেশ শরীয়তে বলবৎ রহিয়াছে, ইতিপূর্বে উহার কিছু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐসব সাহায্য দানের প্রতি সক্রিয় থাকাও ধনাঢ্যদের কর্তব্য। তদুপরি সদা-সর্বদা দুঃখী-দরিদ্র, গরীব-কাঙ্গালের সাহায্যে অকাতরে ধন লুটাইতে থাকাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি প্রশংসনীয়। এই বিষয়টির ব্যাখ্যায়ও ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যে ধন দান করাতে অগ্রণী হওয়া চাই, এবং ৬৪নং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

যে ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়া হইবে উহা কঠোর শাস্তির ধন-সম্পদের শ্রেণীভুক্ত নহে

৭৩৬। হাদীছঃ— খালেদ ইবনে আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম। এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোরআন শরীফের যেই আয়াতে এরূপ বলা হইয়াছে যে, "যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করিবে না তাহাদিগকে উহার দ্বারা দাগান হইবে" এই আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে—যে ব্যক্তি ধন-দৌলত পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহার যাকাত আদায় না করিবে তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি; শরীয়ত কর্তৃক যাকাতের নিয়ম বলবৎ হওয়ার পর যাকাতকে ধন-দৌলতের পবিত্রকারক তথা উহার সঞ্চয় বৈধকারক গণ্য করা হইয়াছে।

৭৩৭। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ওয়াহব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি "রাবাজাহ্" এলাকা দিয়া যাইতেছিলাম। তথায় আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি এই এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি ত সিরিয়ায় থাকিতাম! সেখানে (তথাকার শাসনকর্তা) মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আমার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়; আমি তথায় এই আয়াত পড়িয়া বেড়াইতাম—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিতেন, এই আয়াত ইহুদ-নাছারা পাদ্রীদের (হারাম পন্থায় ধন সঞ্চয়ের) ব্যাপারে নাযেল হইয়াছিল। আর আমি বলিতাম, মোসলমানদের ধন সঞ্চয়ের ব্যাপারেও এই আয়াত প্রযোজ্য। আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের দরুণ বিতর্কও বাধিয়া থাকিত। মোয়াবিয়া (রাঃ) আমার প্রতি অভিযোগ রূপে বিষয়টি খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সেমতে আমার মদীনায় চলিয়া আসিবার জন্য খলীফা ওসমান (রাঃ) আমাকে লিখিলেন। আমি মদীনায় চলিয়া আসিলাম। মদীনায় আমার নিকট লোকদের ভিড় হইতে লাগিল, তাহারা যেন পূর্বে আর আমাকে দেখে নাই। খলীফা ওসমান (রাঃ)কে আমি এই অবস্থা জানাইলাম; তিনি বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে শহর হইতে সরিয়া নিকটবর্তী শহর-তলীতে অবস্থান করিতে পারেন। (আমি বলিলাম, আমাকে রাবাজার বসবাসের অনুমতি দিন। পূর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। ওসমান (রাঃ) অনুমতি দিলেন। ফতহুলবারী ৩—২১২।) এই ঘটনাই আমাকে এই এলাকার বাসিন্দা বানাইয়াছে। একটি হাবশী গোলামকেও আমার উপর খলীফা নির্বাচিত করা হইলে আমি তাঁহার কথা মানিয়া চলিব এবং তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিব।

ব্যাখ্যা ঃ—মূল ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় জরুরী তথ্য—

● রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পর অনেক ছাহাবীর পক্ষেই রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাড়া মদীনায় বসবাস অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহারা বিভিন্ন এলাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বেলাল (রাঃ)কে শত চেষ্টা করিয়াও মদিনায় রাখা যায় নাই, তিনি সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আবু-জর গেফারী (রাঃ)ও তদ্রূপ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

● আবু-জর গেফারী (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবনকে ভালবাসিতেন। নবী (দঃ) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—مسيح هذه الامة ابوذر আবু-জর এই উম্মতের সন্ন্যাসী। কোন কোন

বস্তু ও অবস্থা ব্যক্তিগতরূপে স্থানে স্থানে উত্তম ও ভালই পরিগণিত হয়, কিন্তু ঐ বস্তু ও অবস্থাই ব্যাপক আকারে হওয়া অনুমোদিত হয় না। বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবন তদ্রূপই। আবু-জর গেফারী (রাঃ) ছাহাবীর জন্য হযরত (দঃ) উহাকে প্রশংসারূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপক আকারে এবং সাধারণ নীতিরূপে উহার সম্পসারণকে হযরত (দঃ) মোটেই অনুমোদন করেন নাই। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—لا رهبانية في الاسلام—বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবন ইসলামের নীতি নহে।

আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের উপর বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের অত্যধিক প্রাবল্য ছিল, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সর্বত্র এই অবস্থাকেই দেখিতে চাহিতেন। এমনকি এই অবস্থার সমর্থনে তিনি পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিও ব্যবহার করিতেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যাহারা স্বর্ণ-চান্দি (তথা ধন-দৌলত) জমা করিয়া রাখে এবং উহাকে আল্লার নির্দ্ধারিত পথে খরচ করে না তাহাদিগকে ভীষণ যাতনাদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দাও।" এই আয়াতে আজাবের সাবধানবাণী রহিয়াছে; যেই শ্রেণীর লোকদের জন্য এই সাবধানবাণী তাহাদের সম্পর্কে আয়াতে স্পষ্টরূপে দুইটি ক্রিয়াপদ উল্লেখ আছে—একটি হইল, "য়্যাক্‌নেযুনা" অর্থাৎ ধন-দৌলত জমা করিয়া রাখে। অপরটি হইল, "লা-য়ুন্‌ফেকুনাহা ফী ছাবীলিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লার নির্দ্ধারিত পথে তথা আল্লার প্রবর্তিত বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না। আবু-জর গেফারী (রাঃ) স্বীয় বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের অনুকূলে উক্ত আয়াতকে দাঁড় করাইবার জন্য উল্লেখিত দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটির উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের সাব্যস্ত করিতেন—যে, সঞ্চিত ধন আল্লার রাস্তায় ব্যয় তথা সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া না দিলে উহা আজাব ভোগের কারণ হইবে। অপর দিকে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ছাহাবীগণ আয়াতে উল্লেখিত উভয় ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যা এই করিতেন যে, যাহারা ধন জমা করিয়া রাখে এবং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না তাহাদের জন্য আজাবের সাবধানবাণী। সুতরাং ধন জমা রাখিলেই আজাব হইবে না, বরং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যাতিরেকে জমা রাখিলে আজাব হইবে। এতদ্ভিন্ন এই আয়াত সম্পর্কে আর একটি বাহ্যিক সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ও ছিল যাহা মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, ইহুদ-নাছারা পাদ্রীদের হারাম উপায়ে ধন সঞ্চয়ের বয়ান প্রসঙ্গে এই আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে এই আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও ইহা প্রমাণ করে।

আবু-জর গেফারী (রাঃ) যাহা বলিতেন, উহা আয়াতের প্রকৃত ও বাস্তব তফছীর ছিল না, বরং তাঁহার ভাবাবেগের সামঞ্জস্যে আয়াতের মর্ম চয়ন করা ছিল মাত্র। নতুবা যদি কোন অবস্থাতেই ধন জমা রাখার বৈধতা না থাকা এই আয়াতের মর্ম হয় তবে এই আয়াত পবিত্র কোরআনেরই অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত যাকাতের বিধান, হজ্জের বিধান ও মীরাছ বা পরিত্যক্ত ধন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের বিধান ইত্যাদির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, ধন জমা না থাকিলে যাকাত কিসের হইবে? হজ্জ কাহার উপর ফরজ হইবে? মিরাছ বণ্টন কিসের উপর হইবে?

আবু-জর গেফারী (রাঃ) স্বীয় ভাবাবেগে অনুমোদিত ধনধারীদের সহিতও বিতর্ক করিতে থাকিতেন, স্থানে স্থানে কঠোরতাও প্রয়োগ করিতেন। তিনি প্রবীণতম ছাহাবী ছিলেন; সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই তাঁহার বিতর্ক ও কঠোরতায় অনেকের সম্মুখে জটিলতার সৃষ্টি হইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওসমানের নিকট সমুদয় ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান সকলের উপরে মুরব্বী।

● মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধ ও বিতর্ক শুধু এই একটি আয়াতের ব্যাপারেই ছিল না। আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবে অনাড়ম্বরতার সহিত সরলতাও ছিল। হিজরী ২৫সনে এক ইহুদী বাচ্চা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকরূপে মোসলমানদের দলভুক্ত হইয়া মোসলেম জাতীর মূলে কুঠারাঘাত হানার জন্য একটি ষড়যন্ত্রকারী দল সৃষ্টি করিয়াছিল; সে দলটি ইতিহাসে খারেজী দল নামে পরিচিত—যাহাদের ষড়যন্ত্রের বিরাট ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। সেই দলটির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মোয়াবিয়া (রাঃ)। সেই ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী দলের লোকেরা আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সরলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অতি সহজেই উত্তেজিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) তৎকালীন বৃহত্তম প্রতিবেশী শত্রু রোমানদের সীমান্ত দেশ সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন; সেই শত্রুকে প্রভাবান্বিত রাখার জন্য তিনি শাসন পরিচালনায় এবং নিজের উপরও আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যবস্থা খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময় হইতেই ছিল; মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওমর কর্তৃকই সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োজিত ছিলেন। খলীফা ওমর তাঁহার এই ব্যবস্থার জন্য কৈফিয়তও তলব করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যকে বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিয়া ওমর (রাঃ) তাঁহাকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা বৈরাগ্যাভিলাষী সন্ন্যাসী-স্বভাবপূর্ণ আবু-জর

গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এতদিন পেছনে খোচানেওয়ালা কেহ ছিল না, তাই সেই দিকে তাঁহার লক্ষ্যপাত হয় নাই। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দলের খোচানিতে তাঁহার চক্ষু জাগ্রত হইতেই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপুল সংখ্যক দোষ তাঁহার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার উপর অভিযোগের পর অভিযোগ আনিতে লাগিলেন। সেই সব অভিযোগ তাঁহার সন্ন্যাস-স্বভাবের দৃষ্টিতে মোটেই অবাস্তব ছিল না। আবার মোয়াবিয়া (রাঃ)ও তাঁহার শাসনপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে ঐ সব ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য ছিলেন, যদ্দরুণ খলীফা ওমরের ন্যায় কঠোর ব্যক্তিও ঐ ব্যাপারে তাঁহাকে অভিযোগমুক্ত রাখিয়াছিলেন। মোয়াবিয়া (রাঃ)ও আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; তাঁহার অভিযোগসমূহের দ্বারা জটিলতা সৃষ্টির আশংকায় তিনি সর্বময় ব্যাপার খলীফা ওসমান (রাঃ)কে লিখিয়াছিলেন এবং খলীফার পরামর্শ অনুযায়ী বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন ইত্যাদির সহিত আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মদীনায় পৌঁছার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

● মদীনায় পৌঁছিবার পর আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট লোকদের খুবই ভিড় হইতে লাগিল। কারণ, তিনি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে এমন কথা বলিতেছিলেন যাহার সমর্থনে অন্য আর কোন ছাহাবীই ছিলেন না। লোকদের ভীড় করার তিনি নিজেই উত্ত্যক্ত হইয়া খলীফা ওসমানের নিকট বিরক্তি প্রকাশ করতঃ ঐ অবস্থার আলোচনা করিয়াছিলেন। তখনও খলীফা তাঁহাকে মদীনা ত্যাগের কোন আদেশ মোটেই দেন নাই, বরং আবু-জর (রাঃ)কে তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর পূর্বক তাঁহার বিরক্তিকর অবস্থার অবসানের জন্য পরামর্শ দান-স্বরূপ বলিয়া ছিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে মদীনার শহর হইতে সিরিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে বসবাস করিতে পারেন। তাঁহার নিজস্ব মনোভাবরূপে এই পরামর্শ দানকালেও খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জর (রাঃ)কে মদীনার সংলগ্ন নিকটবর্তী শহরতলীর কোন স্থানে থাকিবার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আবু-জর (রাঃ) নিজেই উহার বিপরীত অভিপ্রায় নিজের সুবিধার্থে পেশ করিলেন। মদীনা শহর হইতে মক্কার পথে প্রায় ৪০।৫০ মাইল দূরে "রাবাযা" নামক একটি স্থান ছিল; পূর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। তিনি সেইখানে বসবাস করা পছন্দ করিলেন; ইহা খলীফা ওসমানের অভিপ্রায়ের পরিপন্থি ছিল বিধায় আবু-জর (রাঃ) খলীফার নিকট উহার অনুমতি চাহিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জর (রাঃ)কে তাঁহার নিজের পছন্দের উপর রাখা ভাল মনে করিয়া অনুমতি দিলেন। সেমতে আবু-জর (রাঃ) মদীনা হইতে রাবাযায় চলিয়া গেলেন। বাকি জীবনটুকু সেই এলাকায়ই কাটাইয়া তথায়ই চিরনিদ্রা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মাজার এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

● মোসলেম জাতির চিরশত্রু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দল আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে সম্মুখে রাখিয়া মোসলমানদের জাতীয় ঐক্যে আঘাত করার কুচেষ্টা অনেকই করিয়াছিল। কিন্তু আবু-জর (রাঃ) সরল হইলেও মোসলেম জাতির ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির বিষময় ফল ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেন। তাই তিনি তাহাদের সেই প্রস্তাবে তাহাদের মুখ কালা করিয়া তাহাদেরে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দলটির তৎকালীন কেন্দ্র ছিল "কুফা" অঞ্চলে।

প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থ তবকাতে-ইবনে সাআদে বর্ণিত আছে—কুফা অঞ্চলের কতিপয় লোক রাবাযা এলাকায় আসিয়া আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহারা তাঁহাকে বলিল, এই লোকটা (অর্থাৎ খলীফা ওসমান) আপনার সহিত কত কত অসৌজন্য ব্যবহার করিয়াছে! আপনি আমাদের পতাকাবাহী হইয়া দাঁড়ান, আমরা আপনাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। উত্তরে আবু-জর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) যদি আমাকে দেশান্তরিত করিয়া দুনিয়ার শেষ প্রান্তেও পাঠাইয়া দেন তবুও আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ও অনুগত থাকিব (ফতহুলবারী, ৩—২১২)। বোখারী শরীফের মূল আলোচ্য হাদীছেও সর্ব শেষ বাক্যে আবু-জর (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সেই শুভ মতবাদ ও সেনোক্ত আদর্শের উক্তিই করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে পরের ধন ছিনাইবার মতবাদধারীরা আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে নিয়া খুব টানা হেঁচড়া করে, কিন্তু ঐ শ্রেণীর লোক তাঁহার উল্লিখিত আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। এতদ্ভিন্ন ঐ লোকেরা পরের ধন ছিনাইবার জন্য ত আবু-জর (রাঃ)কে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দুষ্ট দলের ন্যায় সম্মুখে পাতাকাবাহীরূপে দেখাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিজের জীবনের উপর যেই বৈরাগ্য ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ছিল ঐ লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে উহার লেশমাত্র নাই।

আবু-জর (রাঃ) নিজে এত অধিক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, মৃত্যু সময় তাঁহার নিকট কাফনের ব্যবস্থাও ছিল না। মৃত্যুশয্যায় তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছিলেন। মুমূর্ষ অবস্থায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? তিনি বলিলেন, কাঁদি এই জন্য যে, আপনি ইহজগৎ ত্যাগ করিলে আপনাকে কাফন দেওয়ার কি ব্যবস্থা করিব? আবু-জর (রাঃ) স্ত্রীকে বলিলেন, সেই চিন্তা তুমি করিবে না। আমার মৃত্যু হইয়া গেল তুমি পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া সজোরে বলিও—الا ان اباذر قد مات হায়! আবু-জরের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে!!

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতীক্ষমান মুহূর্ত আসিয়া গেল। অছিয়ত অনুযায়ী তাঁহার স্ত্রী পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া ঐ ধ্বনি দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সহ এক দল লোক ঐ পথে যাইতেছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে ঐ ধ্বনি পৌঁছিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাসস্থানে উপস্থিত

হইলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নিজের পাগড়ী দ্বারা তাঁহার কাফন দিলেন। এই ছিল আবু-জর গেফারীর ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের রূপ। আর তাঁহার জীবনের এইরূপের মূলে যাহা ছিল তাহা ছিল খোদাভীরুতার অদমনীয় অগ্নি—যাহার আভাস নিম্নের হাদীছে পাওয়া যায়।

আবু-জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কসম খোদার—(মৃত্যুর পর মানুষ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হইবে) যদি তোমরা উহা জানিতে, যেরূপ আমি জানি তবে নিশ্চয় তোমরা সারা জীবন হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী এবং বিবি লইয়া আরামের বিছানায় সুখভোগ করিতে না; নিশ্চয়ই তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে-ময়দানে চলিয়া যাইতে। আল্লার নিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে। আবু-জর (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া আবেগপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিতেন—يا ليتنى كنت شجرة تعضد হায়···! কতই না ভাল হইত যদি আমি একটা গাছরূপে দুনিয়াতে জন্ম নিতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হয়!! অর্থাৎ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ মানুষের জন্য। অতএব তাহার সম্মুখেই সঙ্কট; গাছ-বৃক্ষ লতা-পাতারূপে দুনিয়ায় জন্ম নিলে কোন ভয় বা সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইত না। উহা কাটিয়া ফেলা হইত; তাহার উপরই উহার সমাপ্তি ঘটিত; হিসাব-নিকাশের বালাই তাহার সম্মুখে আসিত না। (মেশকাত শরীফ ৪৫৭)

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন—এই শ্রেণীর সন্ন্যাস-স্বভাব ও দুনিয়ার সব কিছু হইতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত সরল মানুষের ভাবাবেগ লইয়া ছিনিমিন খেলা সঙ্গত হইবে কি? এবং যেই স্বভাব ও অনাসক্তির প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার ঐ ভাবাবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল সেই স্বভাব ও অনাসক্তিকে আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে ঐ মানুষটির শুধু ভাবাবেগের উক্তি লইয়া মাঠে নামিয়া পড়া ছল-চাতুরী বৈ আর কি হইবে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রাঃ) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের সাবধানবাণী ও আজাবের সংবাদ ঐ লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যতিরেকে ধন জমা করে। ইহাই সমস্ত ছাহাবীগণের মত। একমাত্র আবু-জর গেফারী (রাঃ) তাঁহার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের প্রভাবে উহার ব্যতিক্রম বলিতেন, উহা ইসলামের বিধান ও নীতি নহে। অবশ্য আল্লার বিধানগত মাল খরচের ক্ষেত্র দুই প্রকার—এক প্রকার নির্দ্ধারিত যেমন, যাকাত। দ্বিতীয় প্রকার অনির্দ্ধারিত, যাহার প্রতি ইঙ্গিত দানে ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন—উহা বিশেষ লক্ষণীয়।

----(০)----

মালের উপর যে সব হক আছে সেই সব হক আদায়ের ক্ষেত্রে মাল খরচ করা

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বীয় ধন হইতে দান করার ব্যাপারে আল্লার বিধানগত ক্ষেত্র দুই প্রকার—নির্দ্ধারিত, যেমন যাকাত; আর এক হইল অনির্দ্ধারিত। আলোচ্য পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় তথা মাল দানে আল্লার বিধানগত অনির্দ্ধারিত ক্ষেত্র আলোচনাই উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দুইটি আয়াত বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(১) وَلٰكِنَّ الْبِرَّ..... وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ ..... وَاٰتَى الزَّكٰوةَ.....

ইসলাম ও ঈমানের চাহিদা বা দাবী এবং কর্তব্যাবলীর বর্ণনায় ইহা একটি বিশেষ আয়াত। আয়াতটির পূর্ণ তফছীর প্রথম খণ্ডে ঈমানের অধ্যায়ে "ঈমানের শাখা-প্রশাখা পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামের কর্তব্যরূপে প্রথম দিকে বলা হইয়াছে—"ধনের মহব্বৎ স্বভাবতঃ অন্তরে গ্রথিত থাকা সত্ত্বেও ধন দান করিবে আত্মীয়দেরকে, এতীমদিগকে, দরিদ্রদিগকে, নিঃসম্বল পথিককে এবং ভিক্ষুককে, আর দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে মুক্ত করিতে। তারপর শেষের দিকে আর এক কর্তব্যরূপে বলা হইয়াছে—যাকাত আদায় করিবে।" এই বর্ণনায় ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, ধন দানে প্রথমোক্ত কর্তব্যটি যাকাত নামের নির্দ্ধারিত কর্তব্য হইতে পৃথক কর্তব্য। এই তথ্যটি এই আয়াতের বরাত দানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ধনীদের মালের উপর যাকাত ভিন্ন অন্য হকও রহিয়াছে। নবী (দঃ) তাঁহার এই উক্তির প্রমাণে আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছেন।

(২) وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (২৭ পাঃ ১৮ রুঃ)

ঠিক এই শব্দাবলীর মাধ্যেমেই ২৯ পারা ৭ রুকুতেও একখানা আয়াত রহিয়াছে। উভয় স্থানেই আল্লাহ তায়ালা কোন্ শ্রেণীর লোক বেহেশত লাভ করিবে উহার বর্ণনা দানে বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে এই গুণটিও উল্লেখ করিয়াছেন—"তাহাদের ধনের মধ্যে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের হক রহিয়াছে—সেই লক্ষ্য তাহারা রাখে।"

প্রথম আয়াতটির মর্ম বর্ণনায় রসুলের মুখেই "হক" শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে—যাহা মালের উপর যাকাত ভিন্ন প্রবর্তিত; দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লার কালামেই "হক" শব্দ ব্যবহৃত আছে। ধনীদের মালের উপর সেই হকের আলোচনায়ই বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদটি

বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হুকের ক্ষেত্র প্রথম আয়াতে ছয়টি উল্লেখ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে উহা হইতেই দুইটির উল্লেখ হইয়াছে—ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত; বঞ্চিত বলিতে প্রথম আয়াতে উল্লেখ্য দরিদ্রই উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্র সমূহে মাল দান করার দুইটি পর্য্যায় আছে—একটি হইল মোস্তাহাব তথা অধিক ছওয়াব লাভ ও আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রশংসনীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে সর্বদা দান-খয়রাত করার প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায় হইল ফরজ তথা শরীয়ত কর্তৃক বাধ্যতামূলক। এই পর্য্যায়টি বিশেষ অবস্থার প্রযোজ্য। যথা—কেহ অনাহারে বা অভাবের দরুন কিম্বা অন্য কোন এমন কারণে যাহার প্রতিকার টাকা-পয়সা দ্বারা হইতে পারে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে সে ক্ষেত্রে সামর্থবান ব্যক্তির উপর ফরজ হইবে তাহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করা। এমনকি দেশে এরূপ অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করিলে উহার প্রতিকারের জন্য সুশৃঙ্খলপে ধনধারীদের উপর প্রয়োজন পরিমাণ কর আরোপের বিধানও ইসলামের আছে। অবশ্য এক্ষেত্রে শরীয়তের অন্য দুইটি বিষয় বিশেষরূপে পালণীয়।

প্রথম :—দেশের জলজ, বনজ ও খনিজ ইত্যাদি সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ইসলামী বিধানে গরীব কাঙ্গালের জন্য এক বড় অংশ রক্ষিত ও নির্দ্ধারিত আছে; তদুপরি রাষ্ট্রিয় বিভিন্ন আয় ও অধিকারে গরীব-কাঙ্গালের জন্য অংশ রক্ষিত আছে। প্রথমতঃ দেশের দারিদ্র দূরীকরণে এবং উহার প্রতিরোধে ঐ সব নির্দ্ধারিত অংশ সমূহ নিয়মিত উহার পাত্র সমূহে ব্যয়িত হইতে থাকিবে। আর দেশের সকল সামর্থবান হইতে নিয়মিত যাকাত এবং খামারের মালিকদের হইতে নিয়মিত ওশর উহার পাত্র সমূহে ব্যয়িত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন জাতীয় ধনভাণ্ডার বাইতুল-মালকে ইসলামী বিধান মতে জনগণের অভাব মোচনে নিয়মিত চালু রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় :—বেকারদিগকে কাজ করিতে এবং রোজগারীদেরকে তাহাদের আয় অপচয় ও অপব্যয় হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

দেশের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় আয় রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী মণ্ডলী এবং হোমরা-চোমরাদের বড় বড় বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী, বিভিন্ন এলাউন্সে ও ভোগ-বিলাসে খরচ করা হইবে, দেশের বাজেটে গরীব-কাঙ্গালের কোন খাত থাকিবে না—আর দেশের অভাব মোচনের জন্য বৈধ ধনধারীদের ধন কাড়িয়া আনা হইবে—ইসলাম এই নীতি সমর্থন করে না। তদ্রূপ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি কাজ না করিয়া কিম্বা স্বীয় উপার্জন মদ-তাড়ি, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি পথে ব্যয় করিয়া বঞ্চিত সাজিবে; আর তাহাদের অভাব মোচনে বৈধরূপে ধন সঞ্চয়কারীদের ধন ছিনাইয়া আনা হইবে—ইহাও ইসলাম সমর্থন করে না।

——(*)——

খ্যাতি অর্জন ও লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করার পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا. لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا. وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করিও না—উপকার গ্রহণকারীকে কষ্ট দিয়া বা তাহার উপর কটাক্ষ পূর্বক উপকার করার বুলি আওড়াইয়া; ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রিয়া—খ্যাতি অর্জন বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানও রাখে না। (তদ্রূপ তাহার দান-খয়রাত বিনষ্ট হইয়া পরকালে নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন হইয়া যায়।) তাহার দান-খয়রাতের অবস্থা এরূপ যেমন—একটি মসৃণ পাথরের উপর কিছু ধুলা-বালু জমিয়াছে, অতঃপর উহার উপর প্রবল বারিপাত হইয়া ঐ পাথরটিকে পরিষ্কারভাবে ধৌত করিয়া দিয়াছে। (এ ক্ষেত্রে যেরূপ ঐ পাথরের উপর ধুলা-বালুর নাম নিশানও বাকি থাকিতে পারে না যাহার উপর কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে—তদ্রূপ পরকালে ঐ ব্যক্তির দান-খয়রাতেরও কোন নাম-নিশানা থাকিবে না যাহার উপর সে ছওয়াব লাভ করিতে পারে, তাই) ঐ ব্যক্তি স্বীয় কৃত দান খয়রাতের ফলাফল কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। যাহারা আল্লার নীতি ও নির্দেশকে অস্বীকার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (বেহেশতের) পথ দান করিবেন না। (৩ পাঃ ৪ রুঃ)

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, চারিটি কারণে দান-খয়রত নিষ্ফল ও বিনষ্ট হয়। যথা—(১) যাহাকে দান করা হইয়াছে তাহার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করতঃ তাহাকে কষ্ট দেওয়া। (২) যাহাকে দান করা হইয়াছে তাহার উপর কটাক্ষ করতঃ দান করার ও উপকার করার বুলি আওড়ান—খোঁটা দেওয়া। (৩) রিয়া—খ্যাতি অর্জন করা বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করা। (৪) দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি ঈমানহীন কাফের হওয়া।

হারাম মালের দান-খয়রাত আল্লার নিকট গ্রহণীয় নয়

একমাত্র হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-দৌলতের দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় হইয়া থাকে। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۔ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ

অর্থ—যাচ্ঞাকারীকে মিষ্ট ভাষায় ফিরাইয়া দেওয়া এবং তাহার উৎপীড়নে ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐরূপ দান-খয়রাত হইতে উত্তম, যদ্দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দেওয়া এবং মর্মাহত করা হয়। আল্লাহ কাহারও প্রত্যাশী নহেন (তবুও মানুষকে শুধু তাহাদের নিজ স্বার্থেই দান-খয়রাতের প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন) এবং তিনি অতি সহিষ্ণু; (তাই তিনি অনেক সময় স্বীয় বিরুদ্ধাচরণকারীকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেন না (৩ পাঃ ৩ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۔ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

অর্থ—সুদে অর্জিত মালকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকেন। আর দান খয়রাতকে আল্লাহ তায়ালা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন—অর্থাৎ পরকালে উহার প্রতিদান দান করিবেন এবং সেই প্রতিফল সম পরিমাণ হইবে না, বহুগুণ বেশী হইবে। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে বিশেষতঃ নামায উত্তমরূপে আদায় করিয়াছে, যাকাত দান করিয়াছে তাহাদের জন্য প্রতিফল নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকট এবং তাহারা কোন আশঙ্কার সম্মুখীন হইবে না এবং চিন্তিত হইবে না। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সুদে অর্জিত ধনের দান-খয়রাত গ্রহণীয় নহে। কারণ সুদ ধ্বংসের সম্মুখীন, আর দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের বস্তু। তদ্রূপ কোন প্রকার হারাম মালের দান-খয়রাতই গ্রহণীয় নহে।

১৩৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

وَلَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهٖ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত একটি খুরমা তুল্য বস্তু দান করিবে; স্মরণ রাখিও, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র হালালকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ দানকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া দানকারীকে প্রতিফল দানের নিমিত্ত উহাকে অতি যত্নের সহিত লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। যেরূপ তোমাদের মধ্যে ঘোড়ার মালিক স্বীয় ঘোড়ার বাচ্চাকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এমনকি (প্রতিপালনের দ্বারা) ঐ সামান্য দানের ফলাফল পাহাড় সমতুল্য হইয়া যাইবে।

দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হওয়া চাই; এক সময় দান গ্রহণকারী লুপ্ত হইয়া যাইবে

৭৩৯। হাদীছ ঃ— حارثة بن وهب رضى الله عنه قال سمعت النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْجِئْتَ بِهَا بِاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِىْ بِهَا ـ

অর্থ—হারেছ ইবনে ওহাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যথাসাধ্য তোমরা দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হও; তোমাদের সম্মুখে এমন এক সময় আসিবে যখন এক একজন দাতা স্বীয় দানের বস্তু লইয়া ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে, কিন্তু উহা গ্রহণকারী পাইবে না। কাহাকেও গ্রহণ করার অনুরোধ করিলে সে উত্তর করিবে, গতকাল এই দান আমি গ্রহণ করিতাম; অদ্য ইহার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই।

৭৪০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَفِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهٗ وَحَتّٰى يَعْرِضَهٗ فَيَقُوْلَ الَّذِىْ يَعْرِضُهٗ عَلَيْهِ لَا اَرَبَ لِىْ ـ

অর্থ---আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে---নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের তথা মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে নিশ্চয় এই অবস্থা হইবে যে, তোমাদের নিকট ধন-দৌলতের আধিক্য হইয়া যাইবে। এমন কি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইবে যে, তাহাদের দান গ্রহণকারী কে হইবে? কাহাকেও দানের অনুরোধ করিলে সে বলিবে, আমার প্রয়োজন নাই।

৭৪১। হাদীছঃ---আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দুই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন দারিদ্রের অভিযোগ করিল, অপর ব্যক্তি (জান, মাল ও মহিলাদের মান-ইজ্জৎ সম্পর্কে) রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার অভিযোগ জানাইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার ক্লেশ সত্বরই দূরীভূত হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই (ইসলামের শাসন ও প্রভাব বিস্তারের দ্বারা) দেখিতে পাইবে---মদীনা হইতে সুদূর মক্কা নগরী পর্য্যন্ত বণিক দল নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া যাইবে, পথের নিরাপত্তার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গোপন খবর সরবরাহকারী প্রহরী স্বরূপ কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে না। (আরও দেখিতে পাইবে, (ইরাকের কুফা এলাকার) হীরা শহর হইতে (কম-বেশ ১০০০ মাইল) একজন মহিলা একা ভ্রমণ করতঃ মক্কায় আসিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া যাইবে---আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ভয় তাহার করিতে হইবে না।)

দরিদ্রতার বিষয়ে স্মরণ রাখিও যে, কেয়ামত আসিবে না এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত যে, এক এক ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভরিয়া লইয়া দান-খয়রাত করার জন্য ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিবে, উহা গ্রহণকারী পাইবে না।

(আদী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, "হীরা" শহর হইতে একটি মহিলা মক্কায় আসিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া গিয়াছে---আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ভয় তাহার করিতে হয় নাই। তোমাদের সম্মুখ জীবনে নবীজীর ভবিষ্যৎবাণী---স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভরিয়া লইয়া ঘোরাফেরা করাও অচিরেই দেখিতে পাইবে। (১০০ হিজরীতে---খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আমলে বাস্তবিকই উহা দেখা গিয়াছে।)

✕ আর একটি বিষয় ভালরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং দোভাষী বা উকিলের মারফৎ নয়, বরং সরাসরি

✕ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, ধন-দৌলত অস্থায়ী বস্তু এবং ধন-দৌলত সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখও অস্থায়ী। তাই এসবের সমাধানে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা আখেরাতের নাজাত, কামিয়াবী ও সুখ-শান্তির জন্য অধিক সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে আখেরাতের জীবনের একটি অবস্থাকে বিশেষরূপে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হইতে হইবে। আখেরাতের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ সম্বল হইল দান-খয়রাত।

আল্লাহ তায়ালার প্রশ্ন সমূহের উত্তর তোমার নিজেরই দিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছিলাম নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তর দিবে, হাঁ—নিশ্চয় নিশ্চয় দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমার প্রতি রসুল পাঠাইয়াছিলাম নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তর দিবে—হাঁ। ঐ সময় ডানে বামে তাকাইয়া দোযখের আগুন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। (ঐরূপ কঠিন সময়কে স্মরণ করিয়া) প্রত্যেকের আশু কর্তব্য—(সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করিয়া) দোযখ হইতে পবিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিয়া যাওয়া; একটি খুরমার অংশমাত্র দান করার সামর্থ থাকিলে তাহাও করিবে। কোন কিছু দানের সামর্থ না থাকিলে, অন্ততঃ উপকারজনক কথা বলিয়া ঐরূপ ছওয়াব হাসিল করিবে। (যেমন—উপদেশমূলক কথা, বিবাদ মিটানোর কথা ইত্যাদি)

৭৪২। হাদীছ ঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ اِمْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন এক একজন লোক স্বর্ণের বোঝা লইয়া দান-খয়রাত করার জন্য ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু উহা গ্রহণকারী খুঁজিয়া পাইবে না। এবং পুরুষের সংখ্যা লোপ পাইয়া নারীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, এক একটি পুরুষের ভরণ-পোষণে চল্লিশ জন নারী আশ্রিতা হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ— উল্লিখিত হাদীছ সমূহে দান-খয়রাত গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, উহা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হইবে এবং ধন-দৌলতের আধিক্যের ভবিষ্যদ্বাণীও তখনই প্রকাশিত হইবে। অন্তিম শয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে স্বীয় জীবনী শক্তির সর্বশেষ অবশিষ্টাংশটুকুর সর্বস্ব একযোগে প্রকাশ করিয়া দেয়, যদ্দরুন ঐ ব্যক্তিকে মুহূর্তের জন্য সুস্থবৎ দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ উহাই তাহার অবলুপ্তির সর্বশেষ নিদর্শন। কারণ, জীবনী শক্তির কণামাত্রও তখন আর তাহার দেহাভ্যন্তরে অবশিষ্ট নাই, সে উহার সবটুকুই বাহির করিয়া দিয়াছে। তদ্রূপ ভূমণ্ডলও তাহার অন্তিম সময় স্বীয় বক্ষে প্রোথিত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি খনিজ ধন-দৌলত এবং উদ্ভিদ উৎপাদনের শক্তি ও ক্ষমতার সমগ্র অবশিষ্টাংশটুকু একযোগে প্রকাশ ও বাহির করিয়া দিবে। যাহার ফলে উদ্গীর্ণ বস্তুর ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্যের পাহাড় উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিবে। ভূমির উর্বরা শক্তির প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের এত উন্নতি ও প্রাচুর্য্য হইবে যে, এক একটি আনার চল্লিশজনের আহারের জন্য যথেষ্ট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এই সবের বিবরণ ইন্‌শা-আল্লাহ্ তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে।) এমতাবস্থায় কে দান-খয়রাতের প্রত্যাশী হইবে? এতদ্ব্যতীত তখন বিদ্যমান ভয়-ভীতি ও বিভীষিকাবস্থায় জর্জরিত থাকিবে। তেমন অবস্থায় ধন-দৌলতের স্পৃহা থাকিবে না—ইহার পূর্বে দান-খয়রাতই প্রশংসনীয়।

দান-খয়রাত অল্প হইলেও নিয়্যত খালেছ হইলে উহার প্রতিফল অনেক বেশী

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ—যাহারা স্বীয় ধন-দৌলত দান করিয়া থাকে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজকে নেক কার্য্যে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে, তাহাদের দানকৃত বস্তুর অবস্থা ঐ বাগিচার ন্যায় যে বাগিচা পাহাড়ি অঞ্চলের কোন উঁচু টিলার উপর অবস্থিত, (যাহার উর্বরাশক্তি অত্যন্ত বেশী হয়) এবং উহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত হইয়াছে, ফলে উহার উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ঘটনাক্রমে কোন সময় যদি উহার উপর প্রবল বারিপাত না হইয়া অল্প বৃষ্টিও হয় তবুও উহাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে, (যেহেতু ঐরূপ জমি অতিশয় উর্বরা)। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কর্মের খোঁজ রাখেন। (৩ পাঃ ৪ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—আয়াতের তাৎপর্য্য এই যে, খালেছ নিয়্যতে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত উল্লিখিত জমি তুল্য। তাই খালেছ নিয়্যতে অধিক পরিমাণে আল্লার রাস্তায় দান করিলে অত্যধিক প্রতিফল লাভে কোন সন্দেহই নাই। আর অল্প পরিমাণ দান খালেছ নিয়্যতে করিলে উহাতেও যথেষ্ট প্রতিফল লাভ হইবে, যেরূপ উর্বরা জমিতে বৃষ্টি কম হইলেও ফসল যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

৭৪৩। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন দান-খয়রাতের বিশেষ ছওয়াব ও ফজিলত বর্ণিত আয়াত সমূহ নাজেল হইল, তখন আমরা দান-খয়রাতের প্রবল আগ্রহে মাতিয়া উঠিলাম। এমনকি, বোঝা বহন ইত্যাদি গায়ে খাটা পারিশ্রমিক দ্বারা দান-খয়রাতের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইলাম। (আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নামক

ধনী ব্যবসায়ী) এক ছাহাবী একদা অনেক মাল খয়রাত করিলেন। মোনাফেকরা দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, সে লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে দান করিতেছে। (আবু আকীল (রাঃ) নামক) আর এক ছাহাবী (বোঝা উঠাইয়া সেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পারিশ্রমিক দ্বারা) প্রায় চারি সের খাদ্যবস্তু খয়রাত করিলেন। তখন মোনাফেকরা এরূপ বিরূপোক্তি করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এই অল্প পরিমাণ দানের প্রত্যাশী নহেন।

মোনাফেকদের ঐরূপ কু-উক্তির নিন্দায় এই আয়াতটি নাজেল হইল—

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ

اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ - سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ—উহারা মোনাফেক, যাহারা ঐসব মোমেনগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, যাহারা মনের খাহেশ ও উৎসাহে সন্তুষ্টচিত্তে (অধিক মাল) দান-খয়রাত করিয়া থাকে এবং ঐ মোমেনগণের প্রতিও কটাক্ষ করে যাহারা অতি কষ্টে অর্জিত (অল্প পরিমাণ) পারিশ্রমিক হইতে অধিক কিছু দান করিতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ অল্প পরিমাণ দান-খয়রাত করিয়া থাকে; দুরাচার মোনাফেকরা তাহাদের প্রতি বিরূপোক্তি করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা ঐসব দুরাচারদিগকে তাহাদের এই কু-কর্মের প্রতিফল ভোগে বাধ্য করিবেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। (১০ পাঃ ১৬ রুঃ)

১৪৪। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করিলে সে উৎসাহে মাতিয়া উঠিত; এমনকি হাটে বাজারে যাইয়া মোট বোহন ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করিয়া সামান্য কিছু উপার্জন করিয়া আনিত (এবং উহা দান করিত। সেই যমানায় সাধারণতঃ ছাহাবীদের জমা করা ধন-দৌলত ছিল না।) আজ এক একজন মোসলমান লক্ষপতি। (কিন্তু দান-খয়রাতের সেই আগ্রহ ও উৎসাহের শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে।)

১৪৫। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি ভিখারিণী দরিদ্রা নারী আমার ঘরে আসিল, তাহার সঙ্গে তাহার দুইটি শিশু কন্যাও ছিল। আমি তাহাকে একটি মাত্র খুরমার অধিক আর কিছুই দিতে পারিলাম না। ঐ খুরমাটি পাইয়া সে নিজে উহার একটু অংশও খাইল না, কন্যাদ্বয়কে দিয়া দিল; অতঃপর সে চলিয়া গেল। এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ ঘটনা শুনাইলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মেয়েদের ভরণ-পোষণ জোটানোর জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে ঐ ব্যক্তির জন্য সেই মেয়েগণ দোযখ হইতে পরিত্রাণের অবলম্বন হইবে।

ধনের প্রতি আকর্ষণ ও প্রয়োজন থাকাবস্থায় দান করা অধিক প্রশংসনীয়

অর্থাৎ—অনেক সময় মানুষ এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তখন দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু হইতে সে বিচ্ছেদ ও বিদায় অতি সন্নিকটে দেখিতে থাকে। এমতাবস্থায় কোন বস্তুর প্রয়োজন বা কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাহার অন্তরে স্থান পায় না। তেমন অবস্থায় দান-খয়রাত করিলেও ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থার পূর্বেই দান-খয়রাত করা অধিক প্রশংসনীয়, ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ—তোমরা আমারই প্রদত্ত ধন হইতে আমার রাস্তায় দান কর মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বে। নতুবা মৃত্যু উপস্থিত হইলে পর তখন অনুতপ্ত হইয়া এক একজন এই উক্তি করিবে, হে পরওয়ারদেগার! কেন আমাকে আরও কিঞ্চিৎ সময় ও সুযোগ দান করিলেন না, তবেই ত আমি দান-খয়রাত করিতাম এবং নেক কাজ করিয়া নেক লোকদের দলভুক্ত হইতাম? স্মরণ রাখিও—কোন প্রাণীর মৃত্যু-সময় উপস্থিত হইলে পর তাহাকে আর (বাচিয়া থাকিবার জন্য) এক মুহূর্ত সময়ও দান করা হইবে না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কৃত কর্মের খোঁজ রাখেন (২৮ পাঃ ১৪ রুকু)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ.

অর্থ—হে মোমেনগণ! আমার দেওয়া ধন হইতে আমার রাস্তায় খরচ কর ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন প্রকার খরিদ-বিক্রী তথা ব্যবসায়ের সুযোগ থাকিবে না এবং শুধু বন্ধুত্ব বা সুপারিশ কার্য্যকরী হইবে না। (৩ পাঃ ২ রুঃ)

১৪৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ দান-

খয়রাতের হওয়ার বেশী বড়? নবী (দঃ) বলিলেন, এমন অবস্থায় দান খয়রাত করা যখন তুমি সুস্থ সবল আছ, ধনের প্রতি তোমার আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয়-ভীতিও আছে এবং তুমি ধনাঢ্য থাকার প্রতি লালায়িত আছ—এইরূপ অবস্থায় দান করার হওয়ান বেশী।

দান-খয়রাত করিতে এরূপ বিলম্ব করিও না যে, যখন তোমার শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া গিয়াছে, তখন তুমি (দরিদ্র-মিছকীনদের নাম লইয়া) বলিতে থাক, অমুককে এত দিলাম, অমুককে এত দিলাম। অথচ তুমি যে অবস্থায় পৌছিয়াছ সে অবস্থায় স্বীয় ধন-সৌলতের উপর হইতে তোমার কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়া উহার উপর উত্তরাকারিগণের স্বত্ব স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। (এমতাবস্থায় তুমি সমুদয় ধন দান করিয়া ফেলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না)।

মছআলাহ ঃ—মানুষ মৃত্যুশয্যায় পতিত হইলে পর তাহার সত্বাধিকার ও কর্তৃত্ব স্বীয় ধন-সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, বাকি দুই তৃতীয়াংশের সঙ্গে উত্তরাধিকারিগণের স্বত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়। উল্লিখিত হাদীছে এই বিষয়ই উল্লেখ আছে।

৭৪৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক বিবি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, (আপনি যদি আমাদের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান তবে) আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আমাদের মধ্য হইতে অগ্রগামিনী কে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হস্ত অধিক লম্বা সে-ই আমার সহিত মিলনে অগ্রগামিনী হইবে। এতদশ্রবনে বিবিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত কঞ্চি দ্বারা মাপিলেন। দেখা গেল, ছওদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার হস্ত সর্বাধিক লম্বা। (তখন সকলেই ভাবিলেন, তিনিই সর্বাগ্রে মিলন লাভে সৌভাগ্যবতী হইবেন), কিন্তু পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাক্যে—"যাহার হস্ত অধিক লম্বা" এর উদ্দেশ্য ছিল অধিক দানশীলতা। কারণ হযরতের ইহজগত ত্যাগের পর বিবিগণের মধ্য হইতে যিনি সর্বাগ্রে হযরতের মিলন লাভ (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ) করেন তিনি হইলেন যয়নব (রাঃ); অথচ যয়নব (রাঃ) বিবিগণের মধ্যে খর্বকায় ছিলেন, তাঁহার হস্তও খাটছিল। কিন্তু তিনি সর্বাধিক দানশীলা ছিলেন। (তিনি নানাবিধ হস্ত কার্যের দ্বারা উপার্জন করিয়া তাহা দান-খয়রাত করিতে অভ্যস্তা ছিলেন। দান-খয়রাতের প্রতি তাঁহার ন্যায় অনুরাগিণী আর কেহই ছিলেন না)।

প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থ—যাহারা স্বীয় ধন (আল্লার রাস্তায়) দান করিয়া থাকে রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায়, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, তাহাদের জন্য তাহাদের (কর্মের) পুরস্কার তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং তাহারা কোন ভয়ের সম্মুখীন হইবে না এবং দুশ্চিন্তারও সম্মুখীন হইবে না। (৩ পাঃ ৬রুঃ)

গোপনে দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ـ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ـ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ—যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে তাহা অত্যন্ত ভাল কাজ, আর যদি গোপনভাবে গরীব দুঃস্থকে দান কর তবে তাহা অধিক উত্তম এবং দান-খয়রাত তোমাদের গোনাহের বিলুপ্তি সাধন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কৃতকর্মের খবর রাখেন। (৩ পাঃ ৭ রুঃ)

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রথম খণ্ডে অনূদিত ৪০০নং হাদীছখানার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অজ্ঞাতসারে অনুপযুক্ত পাত্রে দান করিলে ?

৭৪৮। হাদীছ ঃ—আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন—এক ব্যক্তি একদা রাত্রিবেলায় এই পণ করিল যে, এই রাত্রে আমি কিছু দান-খয়রাত করিব। এই পণ করিয়া সে দানের বস্তু লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং একজনকে দান করিল। ঘটনাক্রমে ঐ দানগ্রহণকারী একজন চোর ছিল। ভোর হইলে পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল রাত্রিবেলায় এক চোরকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। ঐ দানকারী ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করিল (যে, এরচেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তাহার দান প্রদত্ত হয় নাই)। পরদিন রাত্রে পুনরায় সে ঐরূপ পণ করিল এবং দানের বস্তু লইয়া বাহির হইল। আজ তাহার দান একটি পতিতা নারীর হাতে পড়িল। ভোর হইলে পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, অদ্য রাত্রে এক অসতী পতিতা নারীকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করিল (যে, এরচেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তাহার দান প্রদত্ত হয় নাই)। পরদিন রাত্রে আবার সে ঐরূপ পণ করিয়া দানের বস্তু লইয়া বাহির হইল। আজ তাহার

দান এক ধনাঢ্য ব্যক্তির হাতে পড়িল (যে দান-খয়রাতের যোগ্য পাত্র নহে)। ভোর হইলে লোকের মধ্যে এই বলাবলি হইতে লাগিল যে, অদ্য রাত্রে এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। এইবার ঐ দানকারী ব্যক্তি ঘটনা জানিতে পারিয়া এই উক্তি করিল যে, হে আল্লাহ! আমার দান চোরের হস্তে, অসতী নারীর হস্তে এবং দানের অযোগ্য ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে—সর্বাবস্থায়ই তোমার প্রশংসা ও শোকর যে, তুমি আমাকে তৌফিক দান করিয়াছ। (কিন্তু সে ভাবিল, তাহার দান যোগ্য ও শুদ্ধ পাত্রে প্রদত্ত না হওয়ায় তাহার দান নিষ্ফল হইয়াছে।) স্বপ্নের মধ্যে কেহ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান পূর্বক বলিয়া গেল, স্মরণ রাখিও! তোমার যে দান চোরের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে (তাহা আমার দরবারে কবুল হইয়াছে, কারণ) উহা দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ চোর এই ধন পাইয়া চুরি পরিত্যাগ করতঃ সাধু হইয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ যে দান পতিতার হাতে প্রদত্ত হইয়াছে (তাহাও কবুল হইয়াছে, কারণ) উহার এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ পতিতা এই ধনের অছিলায় স্বীয় পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সৎ হইয়া যাইতে পারে। অতঃপর যে দান ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে পড়িয়াছে (উহাও কবুল হইয়াছে, কারণ) উহার দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি দান করার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করিয়া সে স্বীয় ধন আল্লাহর রাস্তায় খরচ করায় অভ্যস্ত হইতে পারে।

অজ্ঞাতসারে স্বীয় পুত্রকে দান-খয়রাত করিলে

৭৪৯। **হাদীছঃ**—ইয়াযীদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর পুত্র মা'আ'ন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার পিতা ও পিতামহ আমরা সকলে একত্রেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং আমার বিবাহ প্রস্তাব দান করিয়াছিলেন এবং বিবাহ পড়াইয়াছিলেন। (অর্থাৎ হযরতের সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল;) একদা আমি তাঁহার খেদমতে নালিশ করিলাম যে, আমার পিতা কতগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা খয়রাত করার নিয়্যতে (যোগ্য পাত্রে উহা দান করার জন্য) মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি আমার পরিচয় জানিত না এবং আমিও এই মুদ্রাগুলি আমার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম না। আমি নিঃস্ব গরীব ছিলাম: নিজস্ব কোন সম্পদ আমার ছিল না, তাই ঐ ব্যক্তি ঐ স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি আমাকে দান করিলেন, আমিও উহা গ্রহণ করিলাম। আমার পিতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, এই মুদ্রা তোমাকে দান করার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। (অর্থাৎ আমার নিয়্যতের পরিপন্থী হওয়ায় ইহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।) আমি উহা ফেরৎ দিতে রাজি না হইয়া রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করিলাম। হযরত (দঃ) আমার পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি যে, দান করার নিয়্যত করিয়াছ তাহার ছওয়াব পুরাপুরিই লাভ করিবে (যদিও অজ্ঞাতসারে উহা তোমারই পুত্রের হস্তগত হইয়াছে) এবং আমাকে বলিলেন, তুমি যাহা লইয়াছ তুমি উহার মালিক সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছ।

নছআলাহ ঃ—যাকাত, ফেৎরা ইত্যাদি ফরজ ওয়াজেব দান অবশ্যই শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত পাত্রে দিতে হয়। যাকাত গ্রহণের যোগ্য পাত্র যেমন—নেছাব পরিমাণ মালের মালিক বা স্বীয় সন্তান-সন্ততি বা পিতা-মাতা ইত্যাদিকে যাকাত, ফেৎরা দিলে আদায় হইবে না। আলোচ্য ছাদীছের দান যাকাত ছিল না, নফল ছদকা ছিল, নফল ছদকা নিজের গরীব সন্তানকে দেওয়া যায়।

স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে দান করিবে

শরীয়ত অনুমোদিত দান-খয়রাত উহাই যাহাতে নিজে কাঙ্গাল হইতে না হয় বা কোন ওয়াজেব হক আদায় করিতে ব্যাঘাত না ঘটে। দান-খয়রাত করিয়া নিজে ভিখারী হওয়া বা স্বীয় পরিবারবর্গকে ভিখারী করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। তদ্রূপ ঋণ পরিশোধ না করিয়া খয়রাত করা, দান করা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী। এমনকি, কোন ব্যক্তি ঋণে পূর্ণ পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলে অর্থাৎ তাহার সম্পূর্ণ সম্পত্তির সমান ঋণ থাকিলে মহাজনদের অভিপ্রায় অনুসারে শাসন পরিচালক কাজী ঐ ব্যক্তির উপর দান-খয়রাত ইত্যাদি হস্তান্তর কার্য্যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিবেন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রযোজ্য গণ্য হইবে না, বরং মহাজনের হক রক্ষার্থে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত দান-খয়রাতের বস্তু ফেরত লওয়া হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি ধ্বংস হওয়ার বদ-দোয়া করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়ের দলীল এই—কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী এক ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, আমি স্বীয় গোনাহ হইতে তওবা করার সঙ্গে ইহাও করিতে চাই যে, আমার সমুদয় ধন-সম্পত্তি আল্লার রাস্তায় দান করিয়া দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, সমুদয় ধন দান না করিয়া কিছু সম্পত্তি নিজের জন্যও রাখ, ইহাই তোমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ পন্থা। তখন তিনি তাহাই করিলেন।

কোন ব্যক্তি যদি (নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে) আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কাল ও ভরসা স্থাপন করায় শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় এবং তাহার ধৈর্য্যগুণ অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রবল হয় তবে এরূপ ব্যক্তিবিশেষের জন্য এই প্রকার দান-খয়রাত করা যায়েয আছে যে, নিজের খাবার ব্যবস্থা না রাখিয়া গরীবের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সর্বস্ব দান করিয়া দেয়। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়া আবু বকর (রাঃ) এইরূপ করিয়াছিলেন। (যথাস্থানে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইবে)।

১৫০। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম দান-খয়রাত উহা যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে করা হইয়া থাকে। স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের জন্য ব্যয় কর যাহাদের ভরণ-পোষণ তোমার জিম্মায় রহিয়াছে।

১৫১। হাদীছ ঃ— عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ ـ

অর্থ—হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উপরের (অর্থাৎ দানকারী) হস্ত নীচের (অর্থাৎ গ্রহণকারী) হস্ত অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ তুমি দানকারী হইবার চেষ্টা কর; দান গ্রহণকারী হইও না। স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের প্রতি ব্যয় কর যাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার তোমার উপর ন্যস্ত। উত্তম দান-খয়রাত উহা—যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে করা হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভিক্ষা করা এবং নিম্ন হস্ত তথা দান গ্রহণকারী হওয়া এড়াইয়া চলায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন যেন সে ঐসব মলিনতা হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি প্রত্যাশা পরিহার করায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপ্রত্যাশী থাকার ব্যাপারে সহায়তা করিবেন।

১৫২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়াইয়া দান-খয়রাত করা ও ভিক্ষা না করার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উপরের হাত দানকারীর হাত এবং নীচের হাত ভিক্ষুকের হাত।

দান করিয়া খোঁটা দেওয়ার পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থ—যাহারা আল্লার সন্তুষ্টি লাভে তাহাদের মাল (দান করায়) ব্যয় করে তারপর সেই দানের উপর খোঁটা না দেয় এবং উৎপীড়ন না করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভু-পরওয়ারেদেগারের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং আখেরাতে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং চিন্তারও কারণ থাকিবে না—(৩ পাঃ ৪ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, কাহাকেও দান করিয়া তাহাকে খোঁটা দেওয়া হইলে বা উৎপীড়ন করা হইলে সেই দানের কোন ফল আল্লাহ তায়ালার নিকট পাওয়া যাইবে না।

এই মর্মে আরও একখানা আয়াত ৩ পারা ৫ রুকু হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দান-খয়রাতের জন্য সুপারিশ করা

১৫৩। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন ভিক্ষুক বা অভাবগ্রস্ত প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তি আসিলে তিনি উপস্থিত লোকদেরকে আদেশ করিতেন, তোমরা এই ব্যক্তির অভাব মোচনের জন্য আমার নিকট সুপারিশ ও অনুরোধ কর, ফলে তোমরাও ছওয়াব লাভ করিবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেরূপ তৌফিক দান করিবেন (সর্বাবস্থায়—তোমাদের সুপারিশ ব্যতিরেকেও) আমার মুখে ঐরূপের উত্তরই বাহির হইবে। (কিন্তু তোমরা স্বীয় কার্য্যের ছওয়াব লাভ করিবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বদা এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকিতেন যদ্দারা তাঁহার উম্মতগণ অতি সহজে পুণ্য ও ছওয়াব হাসিল করিতে পারে। উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত শিক্ষাটি ঐরূপ একটি ছওয়াব হাসিলের অন্যতম উপায়। কত সুন্দর উপায়। একজন লোক মনস্থ করিয়াছে দশটি টাকা এক ভিক্ষুককে দান করিবেন এমতাবস্থায়ও যদি কেহ সুপারিশকারী হয় এবং সুপারিশের পরেও সে দশ টাকাই দান করে, এ স্থলে ঐ সুপারিশের দ্বারা কোন অতিরিক্ত ফলোদয় না হওয়া সত্ত্বেও সুপারিশকারী ছওয়াবের ভাগী হইবে। এমনকি, কোন স্থলে দানকারী স্বীয় দান হইতে বিরত থাকিলেও সেস্থলে সুপারিশকারী ছওয়াব লাভ করিবে। ইসলামের বিধান এই যে, নেক কাজের প্রতি আহ্বানেও ছওয়াব লাভ হয়। উল্লিখিত হাদীছের শিক্ষানুযায়ী একটি দানের অছিলায় অনেক লোক ছওয়াব লাভে সক্ষম হইবে।

১৫৪। হাদীছ ঃ—আছমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার ধনের থলিয়া গরীব-দুঃখী হইতে বাঁধিয়া রাখিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালাও স্বীয়-ধন-ভাণ্ডার তোমার জন্য বন্ধ করিয়া দিবেন। আল্লার রাস্তায় খরচ করা বন্ধ করিও না এবং কড়া ক্রান্তি হিসাব করিও না। (—হিসাব অপেক্ষা বেশী দাও।) নতুবা আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবেন। যথাসাধ্য আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর।

অমুসলিম থাকা অবস্থায় কৃত দান-খয়রাত

৭৫৫। হাদীছ ঃ—হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছওয়াব ও পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে যে সব দান-খয়রাত ইত্যাদি করিয়া থাকিতাম, আমরা কি উহার ছওয়াবের অধিকারী হইব? তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, اسلمت على ما سلف من خير "ইসলামের প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী ভাল কার্য্য সমূহের উপর প্রবর্তিত হইয়া থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার অপার রহমত ও অসীম করুণা যে, কোন ব্যক্তি জীবনের এক বড় অংশ তাঁহার বিদ্রোহীতায় কাটাইবার পর যখন সে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আসে—তথা ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাহার জন্য ইসলামের দুইটি দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে—(১) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে যে সকল আল্লাহদ্রোহীতা ও গোনাহের কাজ করিয়াছে ইসলামের বদৌলতে সে সবই মাফ হইয়া যাইবে—الاسلام يهدم ما كان قبله "ইসলাম পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহের বিলুপ্তি সাধন করে। (২) এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বহু প্রমাণাদির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, দান-খয়রাত ইত্যাদি যে কোন নেক ও ভাল কাজ আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রহণীয় হইবার এবং উহার ছওয়াব ও সুফল পাইবার জন্য প্রথম শর্তই হইল ঈমান। ঈমানহীন ব্যক্তির কোন ভাল কাজই গ্রহণীয় নহে। অমুসলিম ব্যক্তি দান-খয়রাত ইত্যাদি ভাল কাজ যতই করিয়া থাকুক, এ শর্তানুসারে সবই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূর্বকৃত ঐসব নিষ্ফল ভাল কাজসমূহ সঞ্জীব, সতেজ ও সফল হইয়া উঠিবে এবং সে উহার ছওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হইবে। উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য ইহাই।

দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালকের ছওয়াব

মালিকের অনুমতি ও আদেশানুযায়ী দান-খয়রাত কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালক ব্যক্তিও ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে।

৭৫৬। হাদীছ ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন স্ত্রী যদি স্বীয় স্বামীর খাদ্য সামগ্রী হইতে স্বামীর অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে স্বামী যেরূপে মালিকানা স্বত্বে ছওয়াবের অধিকারী তদ্রূপ

স্ত্রীও দান কার্য্য পরিচালিকারূপে ছওয়াবের অধিকারিণী হইবে। এমনকি, কোষাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত এ দানের ছওয়াব লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক স্থলে দেখা যায়, প্রকৃত মালিক দান-খয়রাতের আদেশ বা অনুমতি দিয়া থাকে, কিন্তু কোষাধ্যক্ষ ম্যানেজার বা কার্য্য পরিচালকগণ স্বীয় কৃপণাত্মক প্রবৃত্তি বা অন্য কোন অজুহাতের দরুণ উহাতে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে, ফলে সেস্থলে দান-খয়রাত কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, যদি তাহারা ঐ কু-প্রবৃত্তি মুক্ত হইয়া মালিকের ন্যায় উদারতার সহিত দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালনা করে তবে তাহারাও ছওয়াব লাভ করিবে।

৭৫৭। হাদীছ ঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهٖ نَفْسُهٗ فَيَدْفَعُهٗ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهٗ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ـ

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে আমানতদার মুসলমান কোষাধ্যক্ষ স্বীয় মনীবের আদেশানুযায়ী উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতার সহিত আদেশকৃত পাত্রে আদেশকৃত পরিমাণ পুরোপুরিরূপে দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালনা করে, সেই কোষাধ্যক্ষও একজন বিশেষ দানশীলরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন দান করা

৭৫৮। হাদীছ ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهٗ مِثْلُهٗ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهٗ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘর হইতে গরীব-দুঃখীকে অন্ন দান (বা অর্থ দান) করে, অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন পর্য্যায়ে নহে, তখন সে স্ত্রী স্বীয় দান-কার্য্যের ছওয়াবের অধিকারীণী হয় এবং স্বামীও স্বীয় অর্জিত অন্ন বা ধন খরচ হওয়ার ছওয়াব লাভ করে। এমনকি, সেই ধনের কোষাধ্যক্ষও ছওয়াব লাভ করে।

দান-খয়রাতের সুফল

আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.

অর্থ—যে ব্যক্তি দান-খয়রাতকারী হইয়াছে, (আমার) ভয়-ভক্তি অর্জন করিয়াছে এবং ভাল বস্তু (দীন-ইসলাম)কে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, আমি অচিরেই তাহার জন্য (দীন-দুনিয়ার) উন্নতি ও সুযোগ সুবিধার পথ সুগম ও সহজ-সাধ্য করিয়া দিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতাবলম্বী হইয়াছে (আমার) ভয়-ভক্তির আওতা বহির্ভূত হইয়াছে এবং ভাল বস্তু (দীন-ইসলাম)কে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, অচিরেই আমি তাহার জন্য (দীন-দুনিয়ার) অবনতি ও কষ্ট ক্লেশের পথ সুগম করিয়া দিব। (৩০ পাঃ ছুরা আল্-লাইল)

৭৫৯। **হাদীছ :—** عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানবের জাগতিক জীবনের প্রতিটি দিনে দুইজন ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা এক প্রকার বিশেষ দোয়া করেন। একজন বলেন—"হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় দানকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর।" অপরজন বলেন—"হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নির্ধারিত কর।"

দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তিদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টান্ত

৭৬০। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ—যেমন দুই ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের গায়ে কড়া-বিশিষ্ট লোহার জামা, যাহা তাহাদের গর্দান ও গলা হইতে সীনা ও বক্ষস্থল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। (যেরূপ পাঞ্জাবী, পিরহান গায়ে দেওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় হয়।) অতঃপর এক ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যে, তাহার জামার কড়াগুলি আবশ্যক মত শিথিল ও ঢিলা হইতে থাকায় জামাটি প্রশস্ততর হইয়া সঠিকরূপে তাহার পূর্ণ শরীরকে আবৃত করিয়া লইয়াছে। এমনকি হাতের দিকে নখগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং পায়ের দিকে মাটি পর্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে। (ইহা হইল দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত।) যাহার

দানশীলতার স্বভাব তাহার হস্তকে সম্প্রসারিত করে ; সে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে দান-খয়রাতের প্রতি অধিক অগ্রণী হইতে থাকে।)

কৃপণ ব্যক্তির অবস্থা এই যে, তাহার জামার কড়াগুলি কঠিন শক্ত ও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকায় তাহার জামা তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে সে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিতে পারিতেছে না এবং তাহার জামাও প্রশস্ত হইতেছে না। (ইহা হইল— কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ; সে কোন সময় খুশী-অখুশী ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দান করার প্রতি একটু অগ্রসর হইতে চাহিলেও তাহার কৃপণাত্মক প্রবৃত্তি তাহাকে অগ্রণী হইতে দেয় না, বরং তাহার হাত পা চাপিয়া রাখে।)

স্বীয় ধন হইতে উত্তম জিনিষ দান করা চাই

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۔ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۔

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় অর্জিত হালাল মাল হইতে এবং জায়গা-জমিতে যাহা কিছু আমি তোমাদের জন্য উৎপাদন করি উহা হইতে উত্তম জিনিস (আমার রাস্তায়) ব্যয় কর। ঐ সব মাল-সম্পদ হইতে নিকৃষ্ট বস্তুকে দান-খয়রাতের জন্য বাছিয়া লইও না। (বড়ই অনুতাপের বিষয় হইবে যে, তুমি নিকৃষ্ট বস্তুকে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিতে বাছিয়া লও) অথচ ঐরূপ বস্তু কেহ তোমাকে অর্পণ করিলে তুমি তাহা কস্মিনকালেও বিনা দ্বিধায় খুশী মনে গ্রহণ করিবে না ; বা নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবে। স্মরণ রাখিও— আল্লাহ তায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী রহিয়াছেন। (৩ পারা, ৫ রুকু)

দান খয়রাত প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য। ধনের সামর্থ না থাকিলে অন্য উপায়ে উপকার করিবে

৭৬১। হাদীছ :— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوْا يَا نَبِىَّ

اللّٰهِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهٗ صَدَقَةٌ۔

অর্থ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দান-খয়রাত করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! যাহার সামর্থ্য নাই সে ব্যক্তি কি করিবে? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, শারীরিক পরিশ্রম করিবে এবং সেই পারিশ্রমিক দ্বারা নিজেও উপকৃত হইবে এবং দান-খয়রাতও করিবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেরূপ কোন সুযোগ না পায়? নবী (দঃ) বলিলেন, কষ্ট-ক্লেশে পতিত বিপদগ্রস্ত অসহায়কে সহায়তা করিবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেরূপ ক্ষমতা, শক্তি এবং সুযোগও না পায়? নবী (দঃ) বলিলেন, সৎ ও ভাল কাজ (নিজেও) করিবে (অপরকেও উহার প্রতি আহ্বান জানাইবে, অসৎ কার্য্যে বাধা দান করিবে) এবং (ততটুকু ক্ষমতা না থাকিলে নিজে) মন্দ ও অসৎ কার্য্য হইতে সংযমী হইবে, ইহাই তাহার জন্য দান গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার শত শত নেয়ামত উপভোগ করিতেছে, তাই আল্লার বন্দাদের উপকার করা তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—"তুমি জগদ্বাসীদের প্রতি সদয় হও, সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সদয় হইবেন।"

অন্যের উপকার করার বিভিন্ন শ্রেণী আছে যথা—টাকা পয়সা দান করা। কাহারও কোন কার্য্য উদ্ধার পূর্বক তাহার কষ্টের লাঘব করিয়া দেওয়া। নিজে সৎপথ অবলম্বন করতঃ অন্যকে সৎপথের প্রতি আহ্বান করা। অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করা। এমনকি সর্বশেষ পর্য্যায়ের পরোপকার হইল—অসৎ কার্য্য হইতে নিজে বিরত থাকা ও সংযমী হওয়া। কারণ, তাহাতে অন্য সকল তাহার পক্ষ হইতে সর্ব প্রকারের অনিষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে।

কি পরিমাণ মালে যাকাত ফরজ হয়

৭৬২। হাদীছ ঃ— ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ۔

অর্থ—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উট পাঁচটির কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরজ হইবে না এবং (কাহারও নিকট অন্য কোন মাল না থাকিয়া শুধু মাত্র রৌপ্য থাকিলে) পাঁচ উকিয়া অর্থাৎ দুই শত দেরহাম (সিকি পরিমাণের সামান্য উর্দ্ধের রৌপ্য মুদ্রা) পরিমিত রৌপ্যের কম হইলে উহাতে যাকাত ফরজ হইবে না এবং পাঁচ অছক (প্রতি অছক ছয় মনের উর্দ্ধে)-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে ছদকা—ওশোর* (দশমাংশ বা তদ্-অর্দ্ধ) দান করা ফরজ হইবে না।

যে কোন বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করা

মোয়াজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামন দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইয়ামনবাসীকে এই নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের উৎপন্ন দ্রব্য—যব, চীনা ইত্যাদির যাকাতরূপে দেয় অংশের পরিবর্তে তোমরা জামা, চাদর ইত্যাদি কাপড় দান কর। ইহা তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য (কারণ তৎকালে সে দেশে বস্ত্র শিল্পের আধিক্য ছিল) এবং (এই সব জিনিষ যাকাত গ্রহণকারী) মদীনাবাসী—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের জন্যও অধিক উপযোগী। (কারণ মদীনা কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় তথায় কাপড়ের অভাব ছিল।)

যাকাতের ব্যাপারে অপকৌশল অবলম্বন করিবে না

৭৬৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা আবু বকর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্দ্ধারিত যাকাতের যে সনদ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে—যাকাতের ভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মালকে একত্রিত করিবে না এবং একত্রিত মালকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ— যাকাত এড়াইবার জন্য কোন প্রকার অপকৌশলের আশ্রয় লওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত কার্য্য। যথা—দুই ভ্রাতা প্রত্যেকের নিকট চল্লিশটি করিয়া বকরী আছে, উভয় ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন; এমতাবস্থায় দুই ভাই-এর উপর যাকাত দুইটি বকরী আসিবে। বকরীর যাকাতে এই বিধান আছে যে, চল্লিশ হইতে এক শত বিশ পর্য্যন্ত একটি বকরীই আসে; উক্ত ভ্রাতাদ্বয় এই বিধানের সুযোগ গ্রহণার্থে উভয়ের চল্লিশ চল্লিশটি বকরী একত্রে আশিটি একত্রিতভাবে দেখায় যেন উহাতে দুইটির স্থলে একটি বকরী যাকাত হয়। কিম্বা কাহারও নিকট এই পরিমাণ টাকা আছে, যাহার উপর যাকাত ফরজ হইবে; উহা এড়াইবার জন্য কিছু টাকা বে-নামারূপে অন্যকে দিয়া রাখিল যেন নেছাব পূর্ণ না হয় এবং যাকাত ফরজ না হয়—এরূপ কোন অপকৌশলে যাকাত এড়াইতে পারিবে না।

---

* কৃষি ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাতের ন্যায় আল্লার রাস্তায় দান করার বিধান শরীয়তে আছে—উহাকে ওশোর বলে।

বিভিন্ন বস্তুর যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরজ হয়

৭৬৪। হাদীছ ঃ—প্রথম খলীফা আমীরুল-মোমেনীন আবু বকর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে বাহরাইন দেশের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করাকালে তাঁহাকে যাকাত বিষয়ে নিম্নরূপ একটি সনদ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন—*

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীয় রসুলের প্রতি নির্দেশিত এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বিশ্ব মোসলেমের উপর নির্দ্ধারিত যাকাতের হার ও বিধান নিম্নরূপ। মোসলমানগণ এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত দানে বাধ্য থাকিবে এবং এই হারের অধিক দাবী করা হইলে সেই দাবী অগ্রাহ্য হইবে।

উটের যাকাত† ঃ

(পাঁচ হইতে) চব্বিশটা পর্য্যন্ত উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হইবে—প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী দিতে হইবে।

পঁচিশ হইতে পয়ত্রিশটি উটের জন্য পূর্ণ এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হইবে।
ছয়ত্রিশ হইতে পয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত পূর্ণ দুই বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।
ছয়চল্লিশ হইতে ষাট পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।
একষট্টি হইতে পচাত্তর পর্য্যন্ত চার বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।
ছিয়াত্তর হইতে নব্বই পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটি মাদী উট দিতে হইবে।

অতঃপর প্রতি চল্লিশটিতে একটি দুই বৎসরের এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি তিন বৎসরের এক একটি হারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

শুধুমাত্র চারিটি উট থাকিলে উহার কোন যাকাত দিতে হইবে না, হাঁ—পাঁচটি পুরা হইলে পর উহাতে একটি বকরী যাকাত দিতে হইবে।

বকরীর যাকাত ঃ

দলবদ্ধ ভাবে মাঠে-জঙ্গলে চরিয়া বেড়ায় এরূপ বকরীর জন্য চল্লিশ হইতে একশত বিশ পর্য্যন্ত একটি (এক বৎসর বয়েসের) বকরী দিতে হইবে।

---

* সনদ-পত্রের অংশগুলি ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্ত অংশগুলি একত্র করিয়া এক স্থানে অনুবাদ করা হইয়াছে।

† উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি পালিত পশুপালের উপর যাকাত ফরজ হইবার জন্য কতিপয় শর্ত আছে। সেই সব শর্ত আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিরল। অবশ্য পশুপাল যদি ব্যবসায়ের জন্য হয়, তবে উহার যাকাতের নিয়ম অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় মূল্য হিসাবে হইবে।

অতঃপর দুইশত পর্য্যন্ত দুইটি বকরী দিতে হইবে। তিনশত হইলে তিনটি বকরী দিতে হইবে। অতঃপর প্রতি শতে একটি করিয়া বর্দ্ধিত হইবে। চল্লিশ হইতে একটি কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরজ হইবে না, মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে।

রৌপ্যের যাকাত ঃ

রূপা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত দিতে হইবে। কিন্তু (যাকাতের অন্য কোন দ্রব্য না থাকিয়া শুধুমাত্র রৌপ্য থাকিলে দুইশত দেরহাম (তথা ৫২॥ তোলা) হইতে মাত্র এক কম—একশত নিরানব্বই দেরহাম ওজনের হইলেও উহাতে যাকাত ফরজ হইবে না। অবশ্য মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে।

কোন ব্যক্তির উপর এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাতরূপে ফরজ হইয়াছে. (অর্থাৎ তাহার নিকট পঁচিশটি উট আছে) কিন্তু ঐরূপ উট তাহার নিকট নাই, বরং তাহার দুই বৎসর বয়সের একটি মাদী উট আছে, এমতবস্থায় ঐ দুই বৎসর বয়সের উটটি তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু বিশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বা দুইটি বকরী তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু দুই বৎসর বয়সের উটটি মাদী না হইয়া নর হইলে উহাকে গ্রহণ করা হইবে এবং কিছুই ফেরত দেওয়া হইবে না। (কারণ নর উটের মূল্য মাদী উট অপেক্ষা কম। তাই নরের বড় এবং মাদীর ছোট সমান গণ্য হইবে।) এইরূপে তিন বৎসর বয়সের স্থলে চার বৎসর বয়সের থাকিলে তদ্রূপই করা হইবে এবং যদি ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ বড়র স্থলে ছোট থাকে তবে ছোটই গ্রহণ করা হইবে এবং উহার সঙ্গে বিশ দেরহাম বা দুইটি বকরীও ওয়াসিল করা হইবে।

মালিক কর্তৃক যাকাতের পরিমাণ কম করার উদ্দেশ্যে বা যাকাত আদায়কারী কর্তৃক যাকাতের পরিমাণ বেশী করার উদ্দেশ্যে (হিসাবের মধ্যে কোন প্রকার হের-ফের বা হিলা-বাহানা) সংযোগ বা বিভক্তি-করণ জায়েয হইবে না।

যদি দুইজনের এজমালী মাল হইতে যাকাত ওয়াসিল করা হইয়া থাকে, তবে উহা প্রত্যেকের অংশ অনুযায়ী হইবে। সেই হিসাব অনুসারে একে অন্যের নিকট কিছু পাওনা হইলে পরস্পর উহা আদায় ওয়াসিল করিয়া লইবে।

যাকাতের জন্য নর ও বৃদ্ধা বা কোন প্রকার দোষত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হইবে না, অবশ্য—যদি যাকাত ওয়াসিলকারী ঘটনাস্থলে বাস্তব দৃষ্টিতে উহাকেই গ্রহণ করা উত্তম মনে করে, তবে সে তাহা করিতে পারিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) উল্লিখিত সন-পত্রটি লিখিয়া নিম্নে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সীলমোহর আংটি দ্বারা ছাপ দিয়া দিলেন। যাহার উপর "মোহাম্মদ, রসুল, আল্লাহ" শব্দ কয়টি খচিত ছিল।

আত্মীয়বর্গকে খয়রাত যাকাত দান করা

৭৬৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে ছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নারীদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—স্বীয় অলংকারাদি দিয়া হইলেও তোমরা দান-খয়রাত কর। যয়নব (রাঃ) (হস্ত শিল্পীনী ছিলেন—যদ্দারা তিনি কিছু ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ উপার্জন করিতেন। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার কতিপয় এতিম অসহায় ভাগিনা-ভাগিনী ছিল এবং তাঁহার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদও রিক্তহস্ত ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত ধন) স্বীয় স্বামী আবদুল্লাহ (রাঃ) ও পোষ্য এতিমগণের জন্য খরচ করিয়া থাকিতেন। যয়নব (রাঃ) মসজিদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত আদেশ শুনিয়া পরে স্বীয় স্বামীকে বলিলেন, আপনি হুযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, আমি আপনার এবং আমার লালন-পালনাধীন এতিমগণের জন্য যে ব্যয় বহন করিয়া থাকি উহা কি আমার প্রতি দান-খয়রাত করার আদেশ পালনে যথেষ্ট হইবে? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজেই যাইয়া হুযরতের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। যয়নব (রাঃ) বলেন, সেমতে আমি হুযরতের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার গৃহে ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মদীনাবাসীনী একজন নারী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে; সেও আমার ঐ জিজ্ঞাস্য বিষয়টিই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। আমরা ফটকের নিকট অপেক্ষারত ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট দিয়া বেলাল (রাঃ) যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, আপনি আমাদের এই বিষয়টি হুযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, কিন্তু আমাদের নাম বলিবেন না! বেলাল (রাঃ) হুযরতের নিকট পূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মূল জিজ্ঞাসাকারিণীদ্বয় কাহারা? বেলাল বলিলেন, যয়নব। হুযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন যয়নব—আবদুল্লার স্ত্রী যয়নব? বেলাল (রাঃ) উত্তর করিলেন—হাঁ। তখন নবী (রঃ) মূল প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, হাঁ—স্বীয় স্বামী ও এতিমগণের প্রতি ব্যয় করাও দান-খয়রাতের আদেশ পালনের ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে, বরং এইরূপ ব্যয়ে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। (১৯৮ পৃঃ)

৭৬৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তালহা (রাঃ) মদীনাবাসী ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহার সর্বোত্তম সম্পত্তি ছিল "বাইরুহা" নামক খেজুর বাগানটি। ঐ বাগানটি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সময় সময় ঐ বাগানে তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং উহার কূপের সুস্বাদু মিঠা পানি পান করিয়া থাকিতেন।*

---

* বর্তমানে ঐস্থানে বাগান নাই; দালান-কোঠায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কূপটি উত্তম অবস্থায়ই রহিয়াছে। বহুবার উহার পানি পানের সৌভাগ্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, যখন কোরআন শরীফের এই আয়াত নাজেল হইল— لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون অর্থাৎ—"তোমরা পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে না, যাবৎ তোমাদের স্বীয় পছন্দনীয় ভালবাসার বস্তু আল্লার সন্তুষ্টি লাভে ব্যয় না কর।" আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন, ভালবাসার বস্তু দান না করিলে পূর্ণ ছওয়াব লাভ হইবে না। আমার সর্বাধিক বালবাসার সম্পত্তি এই "বাইরুহা" বাগানটি। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি বাগানটি দান করিয়া দিলাম। আমি উহার প্রতিদান ও প্রতিফল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকটেই লাভ করিবার আকাঙ্খা রাখি। (এখন ঐ বাগানটিকে আপনি আল্লাহ তায়ালার মর্জি ও খুশী অনুযায়ী ব্যয় করুন।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বেশ বেশ; উহাত অতিশয় লাভজনক সম্পত্তি। আমি তোমার কথা শুনিয়াছি। আমার অভিমত এই যে, তুমি উহাকে আপন আত্মীয়বর্গের মধ্যে ব্যয় কর। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, তাহাই করিব। সেমতে তিনি ঐ বাগানটিকে তাঁহার চাচার বংশধর এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

৭৬৭। হাদীছ:—ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী যয়নব (পুনরায়) একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জ্ঞাত করা হইল যে, যয়নব ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন যয়নব? বলা হইল সে ইবনে মসউদের স্ত্রী। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আসিতে বল। সে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হে আল্লার নবী। আপনি অদ্য (পুনরায়) দান-খয়রাত করার আদেশ করিয়াছেন। আমার নিকটে কিছু অলংকার আছে—আমি উহা দান করার ইচ্ছা করিয়াছি। আমার স্বামী ইবনে মসউদ রিক্তহস্ত মানুষ। স্বামী বলিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার সন্তানগণ আমার দানের অগ্রাধিকারী। (তাঁহার এই দাবী বস্তুতঃ সঠিক কি—না, তাহা ভালরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমি আপনার খেদমতে পুনরায় আসিয়াছি।) তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইবনে মসউদ ঠিকই বলিয়াছে। তোমার স্বামী ও সন্তানগণ তোমার দানের সর্বাগ্রে হকদার।

৭৬৮। হাদীছ:—উম্মে ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—আমারই পূর্ব স্বামী আবু ছালামার পক্ষে আমার যে সন্তানগণ আছে, তাহারাও আমারই সন্তান; তাহাদের জন্য যদি আমি কিছু ব্যয় করি, তাহাতে কি আমার ছওয়াব হইবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদের জন্য ব্যয় কর; তাহাদের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ ছওয়াব তুমি লাভ করিবে।

মছআলাহ ঃ—স্বীয় অভাবগ্রস্ত সন্তান-সন্ততি তথা ছেলে-মেয়ে ও তাহাদের বংশ এবং স্বীয় পিতা-মাতা ও তাঁহাদের পিতা-মাতা পূর্বপুরুষ—নিজের এই দুই ধারার কাহাকেও যাকাত ফেৎরা ইত্যাদি ফরজ এবং ওয়াজেব দান হইতে দেওয়া হইলে উহা আদায় হইবে না, কিন্তু নফলরূপে দান করিলে পূর্ণ, বরং দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাইবে। স্বামী স্ত্রীকে নিজের যাকাত-ফেৎরা দিলে তাহাও আদায় হইবে না। স্ত্রী স্বামীকে দিতে পারে কি না—মতভেদ আছে ; ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, দিতে পারে না ; ইমাম আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ (রঃ) বলেন, দিতে পারে—দিলে আদায় হইয়া যাইবে। (শামী ঃ—৮৭)

ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত ফরজ নয়

৭৬৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমানের উপর তাহার ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত ফরজ হয় না। (১৯৭ পৃঃ)

যে ধন-দৌলত হইতে দান করা না হয় উহা অশুভ

৭৭০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং আমরা তাঁহার সম্মুখে জমায়েত হইয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমার ইহকাল ত্যাগ করার পর তোমাদের জন্য আমি যে বস্তুকে বিশেষরূপে ভয় ও আশংকার কারণ মনে করি তাহা হইল—দুনিয়া তথা ধন-দৌলতের আধিক্য ও জাকজমক ; যাহা তোমাদের উপর বিস্তৃত ও প্রসারিত হইবে। এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (ধন-দৌলত ত) ভাল জিনিষ (তাহা) কিরূপে মন্দের (তথা আশংকা ও ভয়ের) কারণ হইতে পারে? নবী (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। কেহ কেহ প্রশ্নকারী ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার করিয়া বলিল, তুমি কেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর কথা বলিলে? তিনি ত তোমার কথার কোনই উত্তর দিলেন না! অতঃপর আমরা অনুভব করিলাম, হযরতের প্রতি অহী নাযেল হইতেছে। তৎপর তিনি ঘর্ম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? হযরত (দঃ) উক্ত প্রশ্নকে প্রশংসার যোগ্য গণ্য করিলেন, এবং বলিলেন,ভাল জিনিষ (স্বভাবতঃ) মন্দের কারণ হয় না সত্য, কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কর। বসন্তকালের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ু ও তদসহ বৃষ্টিপাতের দ্বারা যে নূতন ঘাস-পাতা জন্মিয়া থাকে, উহা পশুপালের জন্য (কতই না ভাল ও উত্তম বস্তু। কিন্তু কোন পশু যদি উহাকে সুস্বাদু পাইয়া কেবল খাইতেই থাকে, নিয়মানুবর্তিতার ধার না ধারে, তবে ঐ উত্তম, ভাল ও সুস্বাদু বস্তুই সেই পশুর জন্য) পেট ফাঁপিয়া মৃত্যু বা মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য যে পশু নিয়ম মাফিক সবুজ ঘাস খায় এবং যখন পেট ভরিয়া আসে তখন সে পশুপালের স্বভাবগত অভ্যাস অনুযায়ী সূর্যমুখী হইয়া বসে এবং (Ruminant)

রোমন্থন—চর্বিতচর্বণ করিয়া জাবর কাটিয়া ভক্ষিত বস্তুসমূহ হজম করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করে। অতঃপর পুনরায় ঐ ঘাস খাওয়া আরম্ভ করে; (সেই অবস্থায় ঐ পশুর জন্য ঘাস-পাতা কোন ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ হয় না।) স্মরণ রাখিও! ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বস্তু। যে মোসলমান ব্যক্তি এতিম, মিছকিন, অসহায় পথিককে দান করায় অভ্যস্ত তাহার জন্য ঐ ধন-দৌলত অতি উত্তম সহায়ক ও সাথী। কিন্তু (প্রথম প্রকারের পশুর ন্যায়) যে ব্যক্তি উহা অবৈধ অনিয়মিতরূপে হাসিল করিবে ও পুঁজি করিতে থাকিবে, তাহার ভাগ্যে তৃপ্তিলাভ জুটিবে না; (ইহকালের শান্তি হইতে সে বঞ্চিত হইবে।) এবং পরকালে এই ধন-দৌলতই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে।(১৯৮ পৃঃ)

৭৭১। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাকাত ওয়াসিল করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের নিকট অভিযোগ জানাইল যে, ইবনে জমীল নামক ব্যক্তি যাকাত দেয় নাই। এবং খালেদ (রাঃ) এবং আব্বাছ (রাঃ)ও দেন নাই। (ইবনে জমিল মোসলমান দলভুক্ত হইবার পূর্বে দরিদ্র ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ চেষ্টায় সে বাহ্যিকরূপে ইসলাম কবুল করে এবং আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণের অছিলায় তাহাকে ধন-দৌলতের মালিক বানান, কিন্তু সে ছিল মোনাফেক। তাই সে যাকাত দিতে গড়িমসি করে।) হযরত (দঃ) (তাহার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া) বলিলেন, ইবনে জমীল কর্তৃক যাকাত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে পূর্বে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলের অছিলায় তাহাকে ধনাঢ্য বানাইয়াছেন, (তাই সে এখন আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আদেশকৃত যাকাত দিতে চায় না। অর্থাৎ তাহার নিমকহারামী ব্যতীত যাকাত না দেওয়ার অন্য কোন কারণ নাই)।

খালেদ (রাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তোমরাই (হয়ত কোন) অন্যায় করিয়া থাকিবে, নতুবা খালেদ ত স্বীয় ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত আল্লার রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করিয়া রাখিয়াছে। আব্বাছ (রাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তিনি আমার মুরুব্বী—চাচা; (তাঁহার ব্যাপারে চিন্তা নাই। এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার যাকাতের জিম্মা লইয়া লইলেন এবং বস্তুতঃ তিনি তাঁহার যাকাত অগ্রিম আদায় করিয়া দিয়াছিলেন।)

ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাকা

৭৭২। **হাদীছঃ**—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কয়েকজন মদীনাবাসী ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দান করিলেন। তাহারা পুনরায় সাহায্য চাহিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও দান করিলেন। এমন কি, তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল বারংবার দান করিয়া তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, আমার নিকট টাকা-পয়সা কিছু থাকিলে তাহা তোমাদিগকে না দিয়া আমি নিজের নিকট কখনও জমা রাখি না; (অর্থাৎ বারংবার এরূপ করার কোন প্রয়োজন হয় না।) স্মরণ রাখিও—যে ব্যক্তি যাচ্ঞা ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাকায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকার সুযোগ ও তৌফিক দান করিবেন। যে ব্যক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পরমুখাপেক্ষীতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি কষ্টে-ক্লেশে আপদে-বিপদে দুঃখ-যাতনায় ধৈর্য্যধারণে সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বনে সাহায্য করিবেন। ধৈর্য্যের ন্যায় প্রশস্ত ও উত্তম নেয়ামত দুনিয়াতে আর কিছুই নাই।

১৭৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّاْتِىَ رَجُلًا فَيَسْاَلَهٗ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য অন্যের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাওয়া এবং তথা হইতে কাঁধে করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ বহন করতঃ উহা দ্বারা উপার্জন করা অতি উত্তম। অন্যের নিকট হাত পাতিলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। (এই অপমান বরণ করা উচিৎ নয়।)

১৭৪। হাদীছঃ— عن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَاْتِىَ بِحُزْمَةٍ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ

অর্থ—যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ কাঁধে বহন করিয়া আনা এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের অছিলায় আল্লার সাহায্যে স্বীয় মান-ইজ্জত রক্ষা করা মানুষের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা অনেক উত্তম। কারণ মানুষের নিকট হাত পাতিয়া হয়ত কিছু পাইতেও পারে, আবার নাও পাইতে পারে (কিন্তু অপমান অনিবার্য্য)।

৭৭৫। হাদীছ ঃ— হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিলাম ; তিনি আমাকে দান করিলেন। পুনরায় চাহিলাম ; পুনরায় দান করিলেন। আবার চাহিলাম ; আবার দান করিলেন এবং বলিলেন, হে হাকীম! স্মরণ রাখিও, ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু! লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধা মুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি উহা আহরণ করিবে সে-ই উহাতে বরকত (সৌভাগ্য অল্পে তুষ্টি ও অল্পে প্রাচুর্য) লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধার বশীভূত হইয়া উহা আহরণে লিপ্ত হইবে, সেই ধনের দ্বারা তাহার ভাগ্যে বরকত লাভ জুটিবে না। তাহার অবস্থা এই হইবে যে, খাইতেছে, কিন্তু তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হইতেছে না। স্মরণ রাখিও! উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারী) নীচের হাত (অর্থাৎ গ্রহণকারী) অপেক্ষা উত্তম।

হাকীম (রাঃ) বলেন, এতচ্ছ্রবণে আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি ঐ মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যিনি আপনাকে সত্য ধর্মবাহক রূপে প্রেরণ করিয়াছেন—অতঃপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কাহারও নিকট কিছু চাহিব না। (আমার হাত কাহারও হাতের নিচে আসিবে না।)

হাকীম (রাঃ) স্বীয় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞার উপর এরূপ দৃঢ় থাকিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) খলীফা হইয়া বায়তুল-মাল হইতে তাঁহার প্রাপ্য অংশ লইবার খবর দিলেন ; তিনি উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) খলীফা হইয়া পুনরায় তাঁহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন, তিনি এবারও গ্রহণে সম্মত হইলেন না। এমনকি, ওমর (রাঃ) সর্বসাধারণকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! আমি হাকীম (রাঃ)কে বায়তুল-মাল হইতে তাহার প্রাপ্য অংশ পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি উহা গ্রহণে সম্মত হন নাই।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবর্তমানেও হাকীম (রাঃ) এইরূপে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্য্যন্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পে অটল থাকিয়া ইহজগত ত্যাগ করিলেন।

লিপ্সা ও বাঞ্ছা ব্যতিরেকে বৈধরূপে কোন কিছু হাসিল হইলে তাহা গ্রহণ করিবে

৭৭৬। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হইত যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে কিছু দান করিতেন ; আমি আরজ করিতাম, ইহা এমন ব্যক্তিকে দান করুন যাহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ইহা গ্রহণ কর। ধন-সম্পদ যখন লিপ্সা, প্রত্যাশা এবং প্রার্থী হওয়া ব্যতিরেকে কোন শুদ্ধ সূত্রে লাভ হয়, তখন উহা গ্রহণ কর এবং নিজকে এরূপ অভ্যস্ত কর যে, কোন ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের কোন সুযোগ হাত-ছাড়া হইয়া গেলে যেন বিচলিত ও অস্থির হইয়া উহার পিছনে ছুটাছুটি না কর।

ধন সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভিক্ষা করার পরিণতি

৭৭৭। হাদীছঃ— قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْاُذُنِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِىْ حَتّٰى يَاْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔

অর্থঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যাচ্ঞা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়া যাচ্ঞা ও ভিক্ষা করিতে থাকে (যদ্দারা দুনিয়াতে তাহার মান-ইজ্জৎ বিনষ্ট হয় এবং মর্য্যাদশূন্য সম্ভ্রমহীন হইয়া পড়ে। ইহারই প্রতিক্রিয়া পরজগতেও তাহার উপর পরিলক্ষিত হইবে।) কেয়ামত দিবসে যখন সে উপস্থিত হইবে তখন তাহার মুখমণ্ডলের হাড়গুলি উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যাইবে; উহার উপর গোশত কিম্বা চর্মের আবরণ থাকিবে না।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কেয়ামতের দিনের ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা দান পূর্বক বলিলেন, সে দিন সূর্য্য তাহার বর্তমান অবস্থান অপেক্ষা অতি নিকটবর্তী হইবে। (যদ্দরুণ অত্যধিক উত্তাপে মানুষের শরীর হইতে ঘামের স্রোত বহিবে।) এমনকি, এক এক ব্যক্তির অর্দ্ধ কান পর্য্যন্তও ঘামের স্রোতে ডুবিয়া যাইবে এবং মানুষ অধীর ও অস্থির হইয়া আদম (আঃ), মুছা (আঃ) প্রমুখ নবীগণের প্রতি ছুটাছুটি করিবে। অবশেষে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সমবেত হইবে। তিনি অগ্রসর হইয়া হিসাব-নিকাশ আরম্ভের জন্য) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবেন। (তাঁহার সুপারিশে হিসাব আরম্ভ হইলে) আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল মানবমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জনের গৌরব তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা দান করিবেন।

কেমন মিসকীনকে দান করিবে?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ - تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

অর্থ :— দান-খয়রাতের উপযুক্ত পাত্র ঐ গরীব দরিদ্রগণ যাহারা আল্লার দীনের খেদমতে আবদ্ধ রহিয়াছে ; (যদ্দরুণ) তাহারা (জীবিকা অর্জনে) কোথাও যাইতে পারে না। তাহারা কাহারও নিকট হাত পাতে না বলিয়া অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে ধনাঢ্য মনে করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ধনাঢ্য নহে, বড়ই দরিদ্র। (এমনকি,) তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিলে তাহাদের চেহারার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের অভাব অনুভব করিতে পারিবে। তাহারা (স্বীয় অবস্থার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে :) হঠকারী হইয়া কাহারও নিকট হাত বিছায় না। তোমরা যাহা কিছু ধন ব্যয় করিবে উহা আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় জানিবেন। (৩ পাঃ ৫ রুঃ)

১৭৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةُ

وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَيْسَ لَهٗ غِنًى وَيَسْتَحْيِىْ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বস্তুতঃ মিসকীন নয় যে এক-দুই লোক্‌মা (গ্রাস) পাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, কিন্তু মানুষের নিকট হাত পাতায় লজ্জা বোধ করিয়া উহা হইতে বিরত থাকে।

১৭৯। হাদীছ :— قال المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا قِيْلَ

وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

অর্থ :—মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয়কে অত্যধিক নাপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত এবং ভিত্তিহীন কথা বলা বা অযথা তর্ক-বিতর্ক করা। (২) ধন-সম্পদ অপব্যয় ও বিনষ্ট করা (৩) অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করা বা (অভাবের তাড়নায় হইলেও প্রয়োজন হইতে) অতিরিক্ত যাচ্ঞা করা।

১৮০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُظَنُّ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নহে যে এক-দুই লোকমা বা এক-দুইটি খুরমার জন্য লোকদের নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় না, যাহাতে তাহাকে দান-খয়রাত করা যাইতে পারে। নিজেও লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে দাঁড়ায় না।

১৮১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم لَأَنْ يَّأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ ثُمَّ يَغْدُوَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّسْأَلَ النَّاسَ.

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া পাহাড় হইতে জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া আনিয়া উহা বিক্রয়লব্ধ উপার্জন হইতে নিজে খাওয়া এবং অন্যকে দান করা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তম।

ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ফল-ফুলাদি, শাক-সব্জি, তরিতরকারী, খাদ্য-শস্য ইত্যাদি—সবের উপরও যাকাত আছে। উহাকে পরিভাষায় "ওশর" বলা হয়। "ওশর" অর্থ দশমাংশ। ঐ সকল বস্তুর উপর যাকাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশমাংশ হারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাই উহাকে "ওশর" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"ওশর" ফরজ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত আছে এবং উহাতে ইমামগণের মতভেদও রহিয়াছে। মোহাক্কেক আলেম হইতে বিস্তারিত বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

কাহারও ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন হইলে বা বাগানে ফল জন্মিলে উৎপন্নের দশমাংশ যাকাতরূপে বাইতুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে দিতে হইবে। কিন্তু উহা আদায় ওয়াসিল করা হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য কাটিয়া আনার পর। তাই এই স্থলে দুইটি সমস্যা দেখা দেয়—প্রথম এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মালিক উৎপন্নের কিছু অংশ লুকাইয়া

ফেলিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ফল-ফুলাদি পরিপূর্ণ রূপে পাকিবার পূর্বেও মালিকগণের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। অথচ যাকাত হয় পূর্ণ উৎপন্নের এবং ঐ সময় ফল পাকিলে সম্পূর্ণ এক সঙ্গে কাটা হইবে।

অতএব, শরীয়তের বিধান এই যে, সরকারের পক্ষ হইতে পরিমাণ নির্ধারণে ও অনুমান কার্যে অভিজ্ঞতাপূর্ণ লোকদিগকে নিয়োগ করা হইবে। ঐ সমস্ত লোকেরা প্রত্যেক ক্ষেত ও বাগানে যাইয়া প্রাথমিক অবস্থায়ই পরিমাণ ও অনুমান করিয়া আসিবে যে, কোন্ ক্ষেতে বা বাগানে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে বা ফল-ফুলাদি জন্মিতে পারে। এই পন্থায় ঐ সমস্যাদ্বয়ের সমাধান হইয়া যাইবে। ইহাতে মালিকের প্রাণে ভয়ের চাপ থাকিবে এবং মালিকগণ সম্পূর্ণ উৎপন্ন কাটিয়া আনিবার পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে যাহা কিছু খাইবে তাহারও একটি হিসাব থাকিবে। অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ উৎপন্নজাত দ্রব্য স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যও শরীয়তে বিধান আছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পূর্বাহ্নে অনুমান করা *

৭৮২। হাদীছ ঃ—আবু হোমাইদ সায়েদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদে যাত্রা করিলাম। পতিমধ্যে ওয়াদিল-কোরা নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমরা এক বৃদ্ধার একটি খেজুরের বাগান দেখিতে পাইলাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এই বাগানটির উৎপন্নের অনুমান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও অনুমান লাগাইলেন যে, দশ অছক (প্রায় ৬০ মণ) হইবে এবং বৃদ্ধাকে বলিলেন, খেজুর কাটা হইলে হিসাব স্মরণ রাখিও। অতঃপর যখন আমরা তবুক নামক স্থানে পৌঁছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, অদ্য রাত্রে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইবে। কেহ যেন রাত্রে বাহির না হয় এবং যাহার সহিত উষ্ট্র আছে সে যেন উহাকে ভালরূপে বাঁধিয়া রাখে। আমরা নিজ নিজ উষ্ট্র বাঁধিয়া রাখিলাম। সত্যই রাত্রিকালে প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। এক ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে উড়াইয়া নিয়া বহুদূরে এক পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। (আমরা সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম, কিন্তু শত্রুপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় কোনরূপ যুদ্ধ হইল না।) অবশ্য নিকটবর্তী "আইলা" নামক একটি এলাকার শাসনকর্তা (মোসলমানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া) জিযিয়া কর দানে রাজী হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের দেশ তাহাদের

* পূর্বাহ্নেই কোন উৎপন্নের পরিমাণ করা সাধারণ দৃষ্টিতে গায়েবের খবর বলার ন্যায় দেখা যায়, অথচ যাকাতের ব্যাপারে শরীয়ত উহার পরামর্শ দিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরতের ঘটনা দ্বারা উহার বৈধতা প্রমাণ করিলেন যে, ইহা বস্তুতঃ গায়েবের খবর নহে, বরং অবস্থা দৃষ্টে পরিণামের ধারণা ও অনুমাণ করা মাত্র।

স্বায়ত্ব শাসনের থাকার সনদ লিখিয়া দিলেন। হুযরতের প্রসিদ্ধ যানবাহন "বাগালা-বায়জা" (শ্বেত বর্ণের খচ্চর) এবং হুযরতের উষ্ণ পোশাক পরিচ্ছদ তাহারা উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করিল।

তবুক হইতে মদীনায় ফিরিবার পথে সেই ওয়াদিল-কোরা নামক স্থানে পৌছিয়া ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার বাগানে কি পরিমাণ খেজুর হইয়াছে? সে বলিল, দশ অছক। ইহা সঠিকরূপে ঐ পরিমাণই ছিল যাহার অনুমান পূর্বেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লাগাইয়াছিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌছিব, অদ্য কাহারও সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আমার সঙ্গে চলিতে পার। নিকটবর্তী পথ হইতে যখন মদীনা দৃষ্টিগোচর হইল তখন হুযরত (দঃ) স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন—ঐ যে "তাবাহ" (মদীনার অপর নাম) এবং ওহুদ পাহাড় দেখিয়া বলিলেন, এই স্নেহময় পাহাড়টি আমাদিগকে ভালবাসে আমরাও উহাকে ভালবাসি।

অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাদিগকে মদীনাবাসী বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা জ্ঞাত করিব। আমরাও ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। হুযরত (দঃ) বলিলেন, সর্বোত্তম গোত্র "বনু-নাজ্জার" গোত্র, অতঃপর "বনু-আবু-আশহাল" অতঃপর "বনুল-হারেছ" গোত্র, অতঃপর "বনু-সায়েদাহ্" গোত্র। অতঃপর বলিলেন, মদীনাবাসী প্রত্যেকটি গোত্রই উত্তম।

উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাতের পরিমাণ

৭৮৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সমস্ত জমি বৃষ্টিপাতে, নদী-নালা বা প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ও রসের সাহায্যে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে উহার উৎপন্ন দ্রব্যে দশমাংশ যাকাতরূপে দান করিতে হইবে। আর যে সমস্ত জমি ব্যয় সাপেক্ষ সেচ প্রণালীর সাহায্যে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে উহার উৎপন্ন দ্রব্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগ দান করিতে হইবে।

শস্য, ফল ইত্যাদি কাটার সময় যাকাত আদায় করিবে

৭৮৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খেজুর কাটার মৌসুম উপস্থিত হইলে লোকজন নিজ নিজ যাকাত-পরিমিত খেজুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া আসিত। ঐ সময় তাঁহার নিকট খেজুরের স্তূপ লাগিয়া যাইত। শিশু হাসান হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ঐ খেজুর নাড়াচাড়া করিয়া খেলা করিতেন। একদা তাঁহাদের একজন একটি খেজুর হঠাৎ মুখে দিয়া ফেলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখা মাত্র তৎক্ষণাৎ খেজুরটি তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, তুমি জাননা যে, মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বংশধররা ছদকার বস্তু খাইতে পারে না?

স্বীয় দানকৃত বস্তু পুনরায় ক্রয় করা

৭৮৫। হাদীছঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটী ঘোড়া এক ব্যক্তিকে আল্লার ওয়াস্তে দান করিলাম। ঐ ব্যক্তি ঘোড়াটিকে ভালরূপে যত্ন করিত না। একদা দেখিতে পাইলাম, ঘোড়াটি বিক্রি করিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। তখন আমি উহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু আমার মনে এই ধারণা জাগিল যে, সে আমার দানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার নিকট ইহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের প্রার্থী হইবে। তাই আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, (এমতাবস্থায়) তুমি উহা ক্রয় করিও না এবং স্বীয় দানকৃত বস্তু ফেরত লইও না। (অর্থাৎ দানকারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে পরিমাণ মূল্য কম লওয়া হইবে সেই পরিমাণের অংশ যেন দান করার পর পুনরায় ফেরত লওয়া হইল।) যদি সে উহা তোমার নিকট একটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিতে রাজি হয়, তবুও উহা গ্রহণ করিও না। কারণ দানকৃত বস্তু ফিরাইয়া লওয়া এরূপ ভুচ্ছ ও ঘৃণিত কার্য, যেরূপ কেহ স্বীয় বমি পুনঃ ভক্ষণ করে।*

নছআলাহঃ—অন্যের দানকৃত বস্তু দান গ্রহণকারী হইতে ক্রয় করা নির্দ্বিধায় জায়েয।

দানকৃত বস্তু উপযুক্ত গ্রহণকারীর মালিকানায় যাওয়ার পর সাধারণ মালের ন্যায় বিবেচিত হইবে।

অর্থাৎ—যেমন কোন "গরীবকে" যাকাত, ফেৎরা বা দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে, যাহা সরাসরিরূপে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বা সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু ঐ গরীব ঐ মালের মালিক সাব্যস্ত হওয়ার পর ঐ মাল অন্যান্য সাধারণ মালের ন্যায় গণ্য হইবে। যদি সে ঐ মালকেই কোন ধনাঢ্য বা সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তির প্রতি দান করে তবে উহা জায়েয হইবে।

৭৮৬। হাদীছঃ—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন খাবার কিছু আছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আপনি ছদকার মাল হইতে নুছাইবা (রাঃ)কে যে একটি বকরী দিয়াছিলেন, নুছাইবা ঐ বকরীর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়ারূপে আমাদের ঘরে পাঠাইয়াছে, সেই গোশ্‌ত আছে, (কিন্তু আপনি ত ছদকার বস্তু ব্যবহার করেন না;) অন্য আর কিছুই নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, (বকরীটি প্রথম অবস্থায় ছদকার মাল ছিল

---

* উল্লিখিত হাদীছের বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, স্বীয় দানকৃত বস্তু যদি উহা ঠিক মূল্য হইতে কমে দিবার আশঙ্কা না হয় এবং উহাতে গরীবেরই সাহায্য হয় তবে উহা ক্রয় করাতে কোন দোষ হইবে না।

কিন্তু মুছাইবাহ দরিদ্রা নারী, তাহাকে যখন ঐ বকরীটি দান করা হইয়াছে তখন উহা) উপযুক্ত স্থানে (দেওয়া হইয়াছে ; উহা মুছাইবার মালিকানায়) যাওয়ার পর সাধারণ মালে পরিণত হইয়াছে। (উহা ছদকার মাল থাকে নাই ; অতএব, এখন সকলের জন্য সমভাবে উহা হালাল পরিগণিত হইবে)।

৭৮৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে কিছু গোশত উপস্থিত করা হইল যাহা বরীরা (রাঃ)কে ছদকা স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই গোশত যখন বরীরাকে দেওয়া হইয়াছিল তখন ছদকা ছিল। কিন্তু যখন বরীরা (উহার মালিক সাব্যস্ত হইয়া) আমাদিগকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়াছে তখন ইহা হাদিয়ারূপেই গণ্য হইবে।

সরকার ধনীদের যাকাত বাধ্যতামূলক উসুল করিয়া গরীবদেরকে পৌঁছাইবে—গরীব যথায়ই থাকুক

অর্থাৎ সরকারের অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে ধনীদের হইতে যাকাত উসুল করার, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর দায়িত্বও রহিয়াছে—সেই যাকাত গরীবদেরকে তাহাদের স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া, গরীব যথায়ই অবস্থান করুক। এমনকি যে এলাকায় যাকাত সংগ্রহ করা হইয়াছে তথায় গরীবের অবস্থান না থাকিলে যথায় অভাবী গরীব পাওয়া যাইবে সরকার কর্তৃক তথায় গরীবকে যাকাতের মাল পৌছাইয়া দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রত্যেক অঞ্চলের যাকাত সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলের অভাবীদের অভাব মোচনেই ব্যয় করিতে হইবে ; কোন কোন ইমামের মজহাবে এরূপ করাই ওয়াজেব—ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নহে ; ইমাম আবু হানীফার মজহাবে উহার ব্যতিক্রম করা মকরূহ। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করিতে কোন দোষ নাই—(১) যাকাতদাতার আত্মীয় গরীব অন্য অঞ্চলে থাকিলে তাহার জন্য এই ব্যক্তির যাকাত প্রেরণ করা যায়। (২) কোন অঞ্চলে অভাব অধিক হইলে, অন্য অঞ্চল হইতে তথায় যাকাত প্রেরণ করা যায়। (৩) এল্‌ম শিক্ষার্থী এবং অভাবগ্রস্ত আলেম ও অভাবগ্রস্ত নেক লোকদের জন্য এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রদান করা যায়। (শামী, ২—৯৩)

ছদকা-খয়রাত দানকারীর জন্য দোয়া করা

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"লোকদের মাল হইতে ছদকা—যাকাত গ্রহণ করুন যদ্দারা তাহাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সাধন হইবে আর তাহাদের জন্য দোয়া করুন।"

৭৮৮। হাদীছ ঃ—আবু-আওফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ যাকাত, ছদকা-খয়রাত লইয়া আসিলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিতেন। একদা আমার পিতা আবু-আওফা ছদকা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, হযরত (দঃ) তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ! আবু-আওফার পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযেল কর।

কতিপয় বস্তুর উপর বাইতুল-মালের হক্ক

সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তু যেমন—মতি, আম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে। কোন কোন ইমাম বলেন, ঐরূপ প্রাপ্তদ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে দান করিতে হইবে। কোন কোন ইমামের মত এই যে, সামুদ্রিক দ্রব্যের উপর ঐরূপ দান বাধ্যতামূলক নহে।

মাটি খননে ভূগর্ভে প্রাচীনকালের প্রোথিত ধন-দৌলত হস্তগত হইলে উহার পঞ্চমাংশ বাইতুল-মালে দান করিতে হইবে; ইহা সর্বসম্মত বিধান।

ভূগর্ভস্থিত প্রাকৃতিক খনিজ দ্রব্যাদি হস্তগত হইলে উহা সম্পর্কে সামুদ্রিক দ্রব্যের ন্যায় ইমামগণের মতভেদ আছে।

"মধু" সম্পর্কে অধিকাংশ ইমামগণের মতে উহার কোন অংশ দান করা বাধ্যতামূলক নহে, কোন কোন ইমামের মতে উহার দশমাংশ বাইতুল-মালকে দিতে হইবে।

যাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলকারীদের হইতে সরকার কর্তৃক কড়া হিসাব লওয়া আবশ্যক

৭৮৯। হাদীছ ঃ—আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "আসাদ" গোত্রের এক ব্যক্তিকে এক এলাকায় যাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলের জন্য নিয়োগ করিলেন। ঐ ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ হিসাব লইলেন। হিসাব দান কালে সে বলিল, এই পরিমাণ মাল সরকারী বিভাগের ওয়াসিল হইয়াছে এবং এই পরিমাণ মাল ব্যক্তিগতরূপে উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এতচ্ছ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ী বসিয়া থাকিলে কি কেহ তোমাকে উপঢৌকন দিতে আসিত? (অর্থাৎ এই সব উপঢৌকন সরকারী পদের প্রভাবেই তোমাকে দেওয়া হইয়াছে) সুতরাং ইহা সরকারী তহবিলে জমা হইবে; ইহা তুমি পাইতে পার না। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য নামায বাদ মসজিদের মিম্বরে উঠিয়া তেজোদৃপ্ত ভাষায় ভাষণ দানে বলিলেন—আমরা রাষ্ট্রিয় কার্য্যে লোকদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকি। পরিতাপের বিষয়

যে, কোন কোন ব্যক্তি কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হিসাব দিয়া থাকে যে, এই পরিমাণ মাল সরকারী বিভাগের এবং এই পরিমাণ মাল আমার ব্যক্তিগত উপঢৌকন। সে নিজের বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে কি কেহ তাহাকে উপঢৌকন দিয়া থাকিত ?

আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার মুষ্টির ভিতরে আমার (মোহাম্মদের) প্রাণ—তোমাদের যে কেহ এইরূপ খেয়ানত ও অসাধু উপায় অবলম্বন পূর্বক (জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের) কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবে, কেয়ামতের দিন ঐ বস্তু তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। এমনকি, ঐ বস্তু কোন জন্তু হইলে উহা তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। ভাষণ শেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় হাত উপরের দিকে এতদূর উত্তোলন করিলেন যে, তাহার বগল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল এবং বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক—আমি উম্মতকে ভালরূপে বুঝাইয়া ব্যক্ত করিয়া দিলাম।

ঘটনা বর্ণনাকারী আবু হোমাইদ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ শ্রবণকারীদের মধ্যে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) রহিয়াছেন; কাহারও ইচ্ছা হইলে এই হাদীছ তাঁহার নিকটে যাইয়া শুনিতে পারে।

যাকাতের বস্তু চিহ্নিত করা যেন অপাত্রে ব্যয় না হয়

৭৯০। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সদ্য প্রসূত শিশু ছেলে আবদুল্লাহকে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; হযরতের মুখের চিবান খেজুর সর্বপ্রথম তাহার মুখে দিয়া বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাকাত-ছদকা রূপে সংগৃহীত বাইতুল-মালের উটসমূহকে চিহ্নিত করিতেছেন।

ছদকায়ে-ফেৎর

আতা (রঃ) ও ইবনে ছীরীন (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, ছদকায়ে-ফেৎর আদায় করা ফরজ। হানফী ফেকার কেতাবে ওয়াজেব লেখা হয়; ওয়াজেব কার্য্যতঃ ফরজই বটে, উভয়ের মধ্যে শুধু সূক্ষ্ম মর্মগত সামান্য পার্থক্য আছে।

৭৯১। **হাদীছ** ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا

مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছদকায়ে-ফেৎর নিম্নরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন—এক ছা' (প্রায় চার সের) খেজুর বা যব প্রত্যেক মোসলমান ব্যক্তি আজাদ বা ক্রীতদাস, পুরুষ বা নারী, বড় বা ছোট এর পক্ষ হইতে। এবং আদেশ করিয়াছেন, উহা যেন লোকদের ঈদুল-ফেতরের নামাযে যাইবার পূর্বেই আদায় করা হয়।

৭৯২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় ঈদের দিন ছদকায়ে-ফেৎর এই পরিমাণে আদায় করিতাম—এক ছা' খাদ্যবস্তু কিম্বা এক ছা' খেজুর কিম্বা এক ছা' যব কিম্বা এক ছা' কিশমিশ। আমাদের তথা মদীনায় খাদ্য-বস্তু তখন যব, কিশমিশ, পনির এবং খেজুরই ছিল।

মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন সিরিয়া দেশে গম আমদানী হইল তখন তিনি বলিলেন, উল্লিখিত বস্তুসমূহের এক ছা'-এর স্থলে উহার অর্ধ পরিমাণ গম-ই আমি যথেষ্ট মনে করি।

ব্যাখ্যা ঃ— জব, খেজুর ও কিশমিশ দ্বারা ফেৎরা পূর্ণ এক ছা' পরিমাণের দিতে হয়। গমের দ্বারা ইমাম আবু হানিফার মতে অর্ধ ছা' যথেষ্ট, কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ গম হইলেও পূর্ণ এক ছা' দিতে বলেন। অত্র চার প্রকার বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারাও ফেৎরা আদায় করা যায়। কিন্তু উহার কোন পরিমাণ নির্দ্ধারিত নাই, বরং এই চার প্রকার বস্তুর নির্দ্ধারিত পরিমাণের মূল্য হিসাবে উহা দিতে হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় মদীনায় খাদ্য-বস্তু কি ছিল তাহা উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের খাদ্য-বস্তু ছিল—যব, কিশমিশ পনির এবং খেজুর। গমের অস্তিত্ব প্রায় না থাকার ন্যায় অতি বিরল ছিল। তাই অন্যান্য খাদ্য বস্তুর দ্বারা যে পরিমাণ ফেৎরা দিতে হয় অর্থাৎ এক ছা' সাধারণতঃ ফেৎরার পরিমাণ তাহাই প্রসিদ্ধ ছিল। মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে যখন গমের প্রাচুর্য্য দেখা দিল তখন গমের পরিমাণ অর্দ্ধ ছা' হওয়ার মছআলাহও প্রসার লাভ করিল। শুধু একা মোয়াবিয়া (রাঃ)-ই নহেন, বরং বহু ছাহাবী এই মছআলার সমর্থক হইলেন। কারণ, গমের দ্বারা অর্দ্ধ ছা' পরিমাণ নির্দ্ধারণ—এই মছআলাহ শুধু কেয়াছ, যুক্তি বা মূল্যের হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বরং এই বিষয়ে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ফতহুল-মোলহেম নামক (মোসলেম শরীফের শরাহ) কিতাবে বিদ্যমান আছে।

মছআলাহ ঃ— ঈদের নামাযের পূর্বেই ফেৎরা আদায় করিয়া দেওয়া উচিৎ, অন্ততঃ ভিন্ন করিয়া রাখিবেই। যদি কেহ তাহা না করে, অন্ততঃ ঐ দিনের মধ্যে আদায় করিবে এবং উহা আদায় না করা পর্য্যন্ত নিজের জিম্মায় ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে। অতএব যথাসম্ভব উহা আদায় করিতেই হইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● দান-খয়রাত ডান হাতে দেওয়া চাই (১৯১ পৃঃ)। অর্থাৎ দানকারী ব্যক্তির কর্তব্য দানকৃত ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যবহার না করা এবং তাহাকে হেয় মনে না করা; এই সব কার্য্যে দানের ছওয়াব বিনষ্ট হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দান বিফলও হইয়া যায়। ● স্বীয় ভৃত্য বা অধীনস্থের মাধ্যমে দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া (১৭২ পৃষ্ঠা ৭০১, ৭০২ হাদীছ)। অর্থাৎ দানকৃত ব্যক্তিকে হেয় মনে করিয়া নয় বা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশে নয়, বরং প্রয়োজনে বা স্বাভাবিকভাবে দান-খয়রাত করায় ঐরূপ মাধ্যমের ব্যবহারে কোন দোষ নাই, বরং ঐ মাধ্যম ছওয়াব লাভের সুযোগ পাইবে। ● দান-খয়রাত যথাসম্ভব সত্বর করা উত্তম (১২৯ পৃষ্ঠা ৬৪৮ হাদীছ)। অর্থাৎ দান-খয়রাতের কোন কিছু থাকিলে উহা যথাসম্ভব গরীবদেরকে দিয়া দেওয়া সুন্নত, বিলম্ব করিবে না। ● দান-খয়রাতে গোনাহ মাফ হইয়া থাকে (১৮৩ পৃঃ ৩২৫ হাঃ)। ● যাকাত বা দান-খয়রাত কোন এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ দেওয়া যায়? নফল দান খয়রাত এক ব্যক্তিকে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্তও দেওয়া যায়। যাকাতও এক ব্যক্তিকে বিশেষতঃ ঋণগ্রস্ত বা অভাবী পরিবার বহনকারী হইলে তাহাকে উপস্থিত এক সঙ্গে যে পরিমাণ ইচ্ছা দেওয়া যায় তাহাতে দোষ নাই। অবশ্য একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে—একজন গরীবকে নেছাব পরিমাণের অধিক টাকা এক সঙ্গে দিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত নেছাব পরিমাণে টাকা দিয়া ঐ টাকা তাহার হাতে জমা থাকাবস্থায় পুনঃ তাহাকে যাকাত দেওয়া যাইবে না। অবশ্য যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় বা পরিজনকে দিয়া ফেলিয়া থাকে কিম্বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ব্যয় করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে দিতে পারে। ঋণ বা অভাবী পরিবার বিহীন এক ব্যক্তিকে এককভাবে নেছাব পরিমাণ মাল এক সঙ্গে দেওয়াকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মকরূহ বলিয়াছেন। ● যাকাত উসুল করিতে লোকদের শুধু ভাল ভাল জিনিস বাছিয়া লইবে না। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের মালের যাকাত যদি কেহ টাকা-পয়সা দ্বারা না দিয়া ঐ মালেরই চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিয়া দিতে চায়—সে ক্ষেত্রে যেমন যাকাত দাতার কর্তব্য যে, খারাপ জিনিস বাছিয়া দিবে না; তদ্রূপ সরকারের পক্ষ হইতে যাকাত উসুল করা হইলে তাহারও কর্তব্য যে, শুধু ভাল মাল বাছিয়া না লয়। (১৯৬ পৃষ্ঠা ৩৭৬ হাদীছ) ● কাহারও নিকট কোন বস্তু আছে যাহার উপর যাকাত ফরজ হইয়াছে; ঐ ব্যক্তি উহা হইতে যাকাত আদায় না করিয়া উহা সম্পূর্ণই বিক্রি করিয়া ফেলিল এবং অন্যত্র হইতে যাকাত আদায় করিল—ইহা জায়েজ আছে। (২০১ পৃষ্ঠা)

● নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধর তথা বনী-হাশেম বংশের লোকদের জন্য যাকাত এবং ছদকায়ে-ফেৎর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, উহা তাঁহাদেরকে দেওয়া হইলে আদায় হইবে না (২০২ পৃঃ)। ● দান-খয়রাত কৃত বস্তুর উৎপন্নও দানই পরিগণিত হইবে; উহা দানের পাত্রেই ব্যয়িত হইবে। (২০৩ পৃষ্ঠা)

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছদকায়ে-ফেৎর ছোট-বড় প্রত্যেকের পক্ষ হইতে আদায় করিতেন। অর্থাৎ—ছেলে-মেয়ে বালেগ হইয়া গেলে যদি তাহাদের নিজস্ব মাল থাকে তবে সেই মাল হইতে তাহাদের ছদকা-ফেৎর আদায় করিতে হইবে। যদি তাহাদের নিজস্ব মাল না থাকে তবে তাহাদের ছদকা-ফেৎরা ওয়াজেব থাকে না; এমনকি পিতার উপরও তাহাদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা ওয়াজেব হয় না: পিতার উপর শুধু নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর ওয়াজেব হয়।

অবশ্য যে সব বালেগ ছেলে-মেয়ের নিজস্ব মাল নাই: পিতার ভরণ পোষণেই থাকে—সে ক্ষেত্রে উক্ত ছেলে-মেয়েদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা পিতার জন্য মোস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাই করিতেন। (২০৫ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বালেগ সন্তানের নিজস্ব মাল আছে তাহার ফেৎরা পিতা আদায় করিলে এবং স্ত্রীর নিজস্ব মাল আছে তাহার ফেৎরা স্বামী আদায় করিলে যদি তাহা অনুমতি তথা তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা সাব্যস্ত করা ছাড়া হয় তবে সাধারণ বিধান মতে উহা আদায় না হওয়াই সাব্যস্ত। অবশ্য এক অন্নভুক্ত থাকিলে আদায় হইয়া যায় বলিয়া ফৎওয়া রহিয়াছে (শামী, ২—১০৩); সুতরাং সর্বাবস্থায় তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই তাহাদের ফেৎরা আদায় করা উত্তম। এক অন্নভুক্ত মালদার ভাই-বেরাদরের মছআলাহও তদ্রূপই (ঐ)।

● ছাহাবীদের যুগে ছদকা-ফেৎর ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেই দেওয়া হইত। ইমাম বোখারী (রঃ) এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ছদকা-ফেৎর গরীব-দুঃখীজনকে সুষ্ঠুরূপে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সরকার ছদকা-ফেৎর সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করিত। সংগৃহীত ছদকা-ফেৎর যাহাতে সময় মত ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই গরীব-দুঃখীকে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে ঈদের এক-দুই দিন পূর্ব হইতেই সংগ্রহ অভিযান পরিচালন করা হইত এবং ছদকা-ফেৎরদাতা জনগণ সেই এক-দুই দিন পূর্ব হইতেই উক্ত সংগ্রহকারীদের নিকট নিজ নিজ ছদকা-ফেৎর অর্পণ করিতে থাকিত।

মছআলাহ ঃ—ছদকা-ফেৎর ঈদের দিনের পূর্বে আদায় করা জায়েয; তবে দান করার সময় ছদকা-ফেৎর দানের নিয়্যাত সুস্পষ্টরূপে মনে উপস্থিত রাখিবে। অনেকের মতে রমজান মাসের পূর্বেও আদায় করা যায়। (শামী, ২—১০৬)

এতিম তথা নাবালেগ ছেলে-মেয়ে যাহাদের পিতা জীবিত নাই, উত্তরাধিকার সূত্রে বা যে কোন সূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের মাল থাকিলে তাহাদের ছদকা-ফেৎর আদায় করা ওয়াজেব। মুরব্বীরা আদায় না করিলে বালেগ হওয়ার পর হিসাব করিয়া সমুদয় বকেয়া ছদকা-ফেৎর তাহাদের আদায় করিতে হইবে। (২০৫ পৃষ্ঠা)

● পাগল—বালেগ হউক বা নাবালেগ তাহার নিজস্ব মাল থাকিলে উহা হইতে তাহার ছদকা-ফেৎর আদায় করা হইবে। যদি তাহার মাল না থাকে, কিন্তু মালদার পিতা জীবিত থাকে, তবে পাগল সন্তান বালেগ হইলেও তাহার পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা পিতার উপর ওয়াজেব। (২০৫ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

হজ্জ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۔

"আল্লার (আদেশ পালনার্থে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আল্লার ঘর—কা'বা শরীফের হজ্জব্রত পালন করা ফরজ—ঐ ব্যক্তিদের উপর, যাহারা সেই ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ রাখে। কোন ব্যক্তি (আল্লার উপাসক না হইয়া) কাফের হইলে (আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি হইবে না;) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্ট জগত হইতে বে-পরোয়া। (কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন)।" (৪ পারা ১ রুকু)

৭৯৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের* সময় (আমার ভ্রাতা) ফজল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে একই যানবাহনের উপর আরোহিত ছিল। এমতাবস্থায় "খাসআ'ম" গোত্রের একটি যুবতী নারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে ফজল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং যুবতীটিও ফজলের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হস্তে ফজলের চেহারা বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলেন (এবং বলিলেন, সুন্দর যুবক ও সুন্দরী যুবতীদের পরস্পরের মধ্যে শয়তানের ওছওয়াছাহ হইতে নিরাপদ হওয়া যায় না)। ঐ স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! হজ্জ ফরজ হওয়ার আদেশ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় বলবৎ হইয়াছে যখন তিনি এরূপ বৃদ্ধ যে, তিনি যানবাহনের উপর বসিয়া থাকিতে সক্ষম নহেন। (অর্থাৎ এই অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বা হজ্জ ফরজ হওয়ার মত ধনের মালিক হইয়াছেন)। এমতাবস্থায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—হাঁ।

শুদ্ধ হজ্জের ফজিলত

৭৯৪। হাদীছ ঃ—একদা আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! জেহাদকে আমরা সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ আমলরূপে গণ্য করিয়া থাকি, তাই আমরা (নারী সমাজও

---

* হিজরতের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি হজ্জ করিয়াছেন যাহা ১০ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে হজ্জের অনতিকাল পরেই তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সেই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ বলা হয়।

পুরুষগণের ন্যায়) জেহাদে শরীক হইলে তাহা ভাল হয় না কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু স্মরণ রাখিও—(তোমাদের জন্য) সর্বোত্তম জেহাদ শুধু হজ্জ, যাহা আল্লাহ তায়ালার দরবারে মকবুল—গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী।

১৯৫। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি আল্লার (সন্তুষ্টি) উদ্দেশ্যে হজ্জ করিতে যাইবে এবং সর্বপ্রকার অশোভনীয় কাজ ও গোনাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, ঐ হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সেই ব্যক্তির অবস্থা এমন হইবে যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে এরূপ বে-গোনাহ হইয়া গিয়াছে যেরূপ বে-গোনাহ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক প্রকার গোনাহ আছে, যাহা সাধারণতঃ তওবা ব্যতিরেকে মাফ হয় না, কিন্তু উল্লিখিত পর্য্যায়ের হজ্জকালে আল্লার দরবারে কান্নাকাটা ও তওবা অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। আর হক্কুল-এবাদ অর্থাৎ কোন মানুষের কোন প্রকার হক তাহার উপর থাকিলে ঐ হকদারের নিকট হইতে মুক্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

মিক্বাত বা এহরামের স্থান

১৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিভিন্ন দেশবাসীদের জন্য মিক্বাত নিম্নরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন, যথা—নজদবাসীদের জন্য "ক্বরন" নামক স্থান। মদীনাবাসীদের জন্য জুল-হোলায়ফা ও সিরিয়াবাসীদের জন্য "জোহফা" নামক স্থান।

১৯৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিক্বাত নিম্নরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। যথা—মদীনাবাসীদের জন্য "জুল-হোলায়ফা" নামক স্থান, সিরিয়াবাসীদের জন্য "জোহফা" নামক স্থান, নজদবাসীদের জন্য "ক্বরনুল-মানাযিল", ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালমলম্ নামক পর্বত।+ এই সমস্ত মিক্বাত উল্লিখিত দেশবাসীদের জন্য এবং তাহাদের পথে আগন্তুকদের জন্য; যাহারা হজ্জ বা ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে আসিবে। আর যাহারা এই সব মিক্বাতের

+ হিন্দুস্থান, পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের হাজীগণ সমুদ্র পথে আদন তথা ইয়ামনের পথে যাইয়া থাকে, তাই তাহাদের জন্য এহরামের স্থান ইয়ালমলম্ পাহাড় বরাবর।

অভ্যন্তরে বসবাস করে তাহাদের মিকাত হরম শরীফের সীমার বাহিরে যে কোন স্থান এবং মক্কাবাসীদের জন্য এহরামের স্থান মক্কানগরী।

৭৯৮। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ইরাকস্থিত কুফা ও বছরা শহরদ্বয়ের এলাকা মুসলমানদের আধিপত্যে আসিল এবং সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হইল তখন তথাকার বাসিন্দাগণ খলীফা ওমর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) (আমাদের নিকটবর্তী) নজদবাসীদের জন্য "কর্‌ন" নামক স্থানকে মিকাত নির্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু উহা আমাদের প্রচলিত পথ হইতে দূরে অবস্থিত। আমরা সেই পথে যাতায়াত করিলে তাহা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা স্বীয় প্রচলিত পথে ঐ "কর্‌ন" বরাবর স্থান নির্ধারিত কর। অতঃপর তিনি তদন্ত করিয়া "জাত-এরক্" নামক স্থানটি নির্ধারিত করিলেন।

৭৯৯। **হাদীছ ঃ**—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ("জুল-হোলায়ফা"* এলাকাস্থিত) ওয়াদি আকিক নামক স্থানে রাত্রি যাপনকালে (নিদ্রাবস্থায়) অহীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল, (আপনি অতি মোবারক—উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছেন।) এই মোবারক এলাকায়ই আপনি দুই রাকাত নামায পড়িয়া (এহরাম বাঁধাকালে) হজ্জ ও ওমরা উভয়ের উল্লেখ করিবেন।

হজ্জের ছফরে পাথেয় গ্রহণ করা চাই

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى "হজ্জের ছফরে পাথেয় অবশ্যই গ্রহণ করিবে; পাথেয় গ্রহণের বড় সুফল এই যে, (ভিক্ষা করার বা অসদুপায়ের গোনাহ হইতে) নিস্তার পাওয়া যায়। (১ পাঃ ৯ রুঃ)

৮০০। **হাদীছ ঃ**—ছাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানবাসীদের মধ্যে কুপ্রথা ছিল যে, তাহারা পাথেয় তথা পথের সম্বল না লইয়া হজ্জ করিতে যাইত। তাহারা বলিত, আমরা আল্লার উপর ভরসা স্থাপনকারী। অতঃপর মক্কায় পৌছিয়া লোকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। উক্ত ভ্রান্ত রীতির বিরুদ্ধে এই আয়াত নাজেল হয়—

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

---

* এই স্থানটি এখন মদীনার শহরভুক্ত এবং ওয়াদি-আকিক সংলগ্ন। বর্তমানে উহাকে বীরে আলী নামে অভিহিত করা হয়। এখানে হাজীদের গাড়ী থামাইবার মঞ্জিল আছে এবং মঞ্জিলের নিকটবর্তীই একটি মছজিদ আছে, যে স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম বাঁধিয়াছিলেন।